APPENDIX (A)

Sahifabanu

Jubeda Rahim Choudhury

Sirajunnesa Choudhury

Anowara Basit

Khairunnesa Choudhury

05.11.2012 15

Naznin Begum

Saifulnnesa Choudhury

Dr. Afia Khatun

Kahirun Nessa Choudhury with other Congress members

Rashida Haque Choudhury in her oath taking ceremony

APPENDIX (B)

আমার হারানো দিন

আনোয়ারা বাসিত

আমি আনোয়ারা বাসিত। আমার বাবার নাম মোস্তাফা খান। মাতার নাম হাবিবুন্নেসা। আমার জন্ম ১৯৩৭ খ্রিস্টাব্দের ৭মে, অখণ্ড ভারতবর্ষের আসামের শিলচর শহরে। আমার হাতেখড়ি তথা প্রাথমিক শিক্ষা সম্পন্ন শিলচরেই। কৈশোরেই হই মাতৃহারা। দুই বোন ও এক ভাইকে নিয়ে সংসার-বাবার নিবিড় তত্ত্বাবধানে এগিয়ে যায়। ১৯৪৭-এর দেশভাগের পর পিতা মোস্তাফা খান স্বেচ্ছায় চাকরি ছেড়ে সপরিবারে চলে আসেন তাঁর জন্মস্থান সিলেটে। নতুন করে চাকরি নেন কালিঘাট চা বাগানে। লেখাপড়ার সুবিধার্থে আমাকে ফেঞ্চুগঞ্জের কাসেম আলী হাইস্কুলে ৬ষ্ঠ শ্রেণিতে ভর্তি করে দেওয়া হয়। পিতার ঘনিষ্ঠ বন্ধু কানাই মাস্টারের অক্লান্ত প্রচেষ্টায় আমি মাধ্যমিক পরীক্ষায় কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তীর্ণ হই। মেয়েকে উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করার প্রবল আগ্রহ নিয়ে আমার বাবা মোস্তাফা খান শরণাপন্ন হন সংস্কারবাদী স্বদেশি আন্দোলনের নেতা ডাঃ সুন্দরী মোহন দাসের নাতনী ডাঃ কল্যাণী দাস(কল্যাণী মিশ্র)-এর। ডাঃ কল্যাণী দাসের সহযোগিতায় আমি পরিচিত হলাম সিলেটের সফল প্রগতিশীল ও গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেত্রী হাজেরা মাহমুদ ও বিপ্লবী কর্মী যোড়শী চক্রবর্তী (যোড়শী মাসীমা খ্যাত)-এর সঙ্গে। তাঁদের উৎসাহ, পরামর্শে আমি সিলেট মহিলা কলেজ থেকে রেডক্রসের নার্সিং স্কুলে ভর্তি হই। কারণ, তখনকার দিনে নার্সিং ছিল সেবা ও কল্যাণকর্মের নিদর্শন। তাছাড়া, নার্সিং-এ ছিল বাম ধারার রাজনৈতিক কর্মীদের সম্মিলনক্ষেত্র।

সিলেট রেডক্রসের মাতৃমঙ্গলে পাশ হওয়ার পর হেল্‌থ্ ভিজিটর হিসেবে স্থায়ী চাকরিতে যোগদান করলেও পরবর্তীকালে আমি শারীরিক অসুস্থতার কারণে চাকরি থেকে পদত্যাগ করতে বাধ্য হই।

১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দে জমিয়ত উলামায়ে হিন্দ-এর নেতা মাওলানা মুজাহিদ আলীর আগ্রহে আমার বিয়ে হয় মাওলানা মুজাহিদের বড় ভাই বামপন্থী আন্দোলনের গোপন ধারার কর্মী প্রয়াত সাজিদ আলীর পুত্র, আসাম পলিটেকনিক থেকে ইলেকট্রিক বিষয়ে পাশ (১৯৪৫) ফজলুল বাসিতের সঙ্গে। ফজলুল বাসিত সিলেট ইলেকট্রিক সাপ্লাই বিভাগে কর্মরত ছিলেন।

১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে আমার গর্ভে প্রথম সন্তান ড০ নূর-ই-ইসলাম সেলু বাসিত জন্মলাভ করে। প্রথম সন্তানের জন্মের সময় আমি গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লে হাজেরা মাহমুদের প্রচেষ্টা ও সহযোগিতায় উন্নত চিকিৎসার জন্যে তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানে পাঠানো হয়। দীর্ঘ চিকিৎসার পর সন্তানসহ সুস্থ হয়ে দেশে ফিরে আসি। একদিকে প্রথম সন্তানের আনন্দ ও অন্যদিকে আমার অসুস্থতা আমার বাবার বাড়ি ও শ্বশুর বাড়ির মধ্যে হরিষে বিষাদ নিয়ে আসে। আমার স্বামী ও অন্যান্যদের আন্তরিকতায় ও সেবায় আমি ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠি। আমার স্বামী ফজলুল বাসিত সবসময় আমাকে অনপ্রাণিত করতেন। অবসর জীবন যাপনকালে ২০০০ খ্রিস্টাব্দে তিনি পরলোক গমন করেন। বৈবাহিক জীবনে আমাদের মধ্যবিত্ত পরিবারে অভাব-অনটন খুব ছিল না। আমরা ছয় পুত্র ও তিন কন্যার গর্বিত জনক-জননী । আমাদের পুত্র-কন্যারা সকলেই স্ব-স্ব ক্ষেত্রে সুনামের অধিকারী। আমার এককালের সাথী, দীর্ঘদিনের সহযাত্রী অগ্রজতুল্য যোড়শী চক্রবর্তী ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দে ইহধাম ত্যাগ করলে সাংগঠনিকভাবে আমি নিংসঙ্গ হয়ে পড়ি। বয়সের ভারে সক্রিয় রাজনীতি থেকে দূরে সরে থাকলেও রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে পরবর্তী প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের বিভিন্ন ডাকে সাড়া দিয়ে তাদের বিভিন্ন কার্যসূচিতে অংশগ্রহণ করে থাকি। আমার খুব ভাল লাগে। মন চায় এখনো তাদের সঙ্গ দিতে। কিন্তু শারীরিক অক্ষমতার দরুন সব সময় সব কাজে সঙ্গ দিতে পারি না। এতে মনে খুব কষ্ট লাগে। একটা সময় ছিল, যখন রাজপথ কাঁপিয়েছি। আন্দোলন করেছি, মিছিল করেছি। বর্তমানে পুত্র-কন্যা, নাতি-নাতনিদের নিয়ে ভগ্ন শরীরে নিভৃতে দিন যাপন করছি। পরোপকারই ছিল আমার ধর্ম। সব ধর্মের মানুষের সঙ্গে ছিল আমার নিবিড় যোগাযোগ।

পারিবারিক ঐতিহ্য ধারণ করে আমি তৎকালীন পাকিস্তান আমলে আইয়ুব খানের স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলন, সিলেটে বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার আন্দোলনসহ প্রতিটি গণতান্ত্রিক ও প্রগতিশীল আন্দোলন-সংগ্রামে সক্রিয় থেকে জীবনে বিভিন্ন সাফল্য পেয়েছি।

আমার ছোট কাকা শায়েস্তা খান ছিলেন গোপালগঞ্জ শাখার কংগ্রেসকর্মী। পরবর্তীকালে আওয়ামি মুসলিম লিগের সমর্থক ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিত্ব। ফলে, ১৯৫২ সালের মহান ভাষা আন্দোলনের সময় ফেব্রুয়ারি মাসে গোপালগঞ্জ ও হেতিমগঞ্জ চৌমোহনায় হাজেরা মাহমুদের উপস্থিতিতে প্রথম সফল আয়োজক হিসেবে কিশোরী বয়সে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হই।

১৯৪৭ উত্তরকালে ডাঃ কল্যাণী দাসসহ অনেকেই পূর্ববঙ্গ ত্যাগ করেন। এমনকি, যোড়শী চক্রবর্তীর ভাই ও নিকটাত্মীয়রাও পশ্চিমবঙ্গে চলে যান। এ-সময় বাম সমর্থিত কর্মীরা কংগ্রেস কিংবা আওয়ামি যুবলিগের অন্তর্গত থেকে কাজ করতেন। ১৯৫৪-এর যুক্তফ্রন্ট নির্বাচনের পর কংগ্রেস ভেঙে গেলে অধিকাংশ কর্মীই আওয়ামি সমর্থনে কাজ করতে থাকেন। পরবর্তীকালে আওয়ামি লিগ যখন একাংশ ন্যাশনাল আওয়ামি পার্টিতে রূপান্তরিত হয়, তখন বামধারার অনেকেই তাতে যোগ দেন। যোড়শী চক্রবর্তী আমার মতো

ত্যাগী কর্মীদের নিয়ে ন্যাশনাল আওয়ামি পার্টিতে সক্রিয় ভূমিকা রাখেন।

১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দের শেষ দিকে সিলেট মহিলা কলেজের শিক্ষিকা হোসনে আরার (হোসনে আরা আহমদ) নেতৃত্বে তাঁর জেলরোডস্থ বাসায় সিলেটের প্রগতিশীল, প্রাগ্রসর সাহিত্য কর্মীদের নিয়ে গঠিত হয় সিলেট সাহিত্য সংঘ। উক্ত সাংস্কৃতিক সংগঠনের সভানেত্রী ছিলেন হোসনে আরা আহমেদ। সাধারণ সম্পাদক ও সহসাধারণ সম্পাদক ছিলেন যথাক্রমে হাজেরা মাহমুদ ও আবুল বশর। যোড়শী চক্রবর্তী ও আমি ছিলাম সাহিত্য সংঘের অন্যতম সদস্য। সংগঠন করার পাশাপাশি আমি সাপ্তাহিক যুগভেরী, নওবেলাল, ইত্তেহাদ প্রভৃতি পত্রিকার সাহিত্য পাতায় লেখালেখি শুরু করি। উল্লেখ্য, হোসনে আরা আহমদ পরবর্তীকালে সিলেট মহিলা কলেজের অধ্যাপক ও অধ্যক্ষ পদ অলংকৃত করেন। হোসনে আরা আহমদের স্বামী ডাঃ শামসুদ্দীন আহমদ ১৯৭১-এর স্বাধীনতা যুদ্ধে শহিদ বুদ্ধিজীবী। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে সাধারণ কর্মী থেকে শুরু করে জেনারেল আইয়ুব খানের স্বৈরশাসন, ১৯৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান, অসহযোগ আন্দোলনসহ তৎকালীন আন্দোলন-সংগ্রামে দীর্ঘ সময় ব্যাপী আমি ছিলাম প্রথম সারির সংগঠক।

১৯৫৮ খ্রিস্টাব্দে জেনারেল আইয়ুবের সামরিক শাসনের জাঁতাকলে পড়ে পলাতক অবস্থায় কমরেড তারা মিয়া, পীর হাবিবুর রহমান, বরুণ রায়, আব্দুস সামাদ আজাদসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ আমাদের বাসায় দীর্ঘদিন আত্মগোপন করে থাকেন। তাঁদের যাতে কোনো ধরনের অসুবিধা না-হয়, সে জন্য আমরা পরিবারের সকলেই সদা সতর্ক থাকতাম। এ-সময় হাজেরা মাহমুদ গ্রেফতার হলে আমি তীব্র প্রতিবাদী ভূমিকা গ্রহণ করি।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রাষ্ট্রীয়ভাবে যখন পূর্ব পাকিস্তানে সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ ছিলেন, তখন ১৯৬১ সালে ব্যাপকভাবে রবীন্দ্র জন্মশতবার্ষিকী পালনের কর্মসূচি নেওয়া হয়। এ-উপলক্ষে প্রাক্-প্রস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হয় তৎকালীন সাপ্তাহিক যুগভেরী পত্রিকার সম্পাদক আমিনুর রশিদ চৌধুরির আম্বরখানাস্থ বাসভবন 'জ্যোতিমঞ্জিল'-এ। আমি এ উদ্যোগের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পৃক্ত ছিলাম।

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে ইলেকট্রিক সাপ্লাই, আম্বরখানা রায়হোসেন কিংবা সিলেট শহরের পরিচিতদের পরিত্যক্ত বাড়ির সহায়-সম্পদ রক্ষায় রক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হই। অসহায় মানুষ ও মুক্তিযোদ্ধাদেরকে নিঃস্বার্থভাবে সেবা দানের জন্য বিভিন্ন সময় সংবর্ধনা লাভ করি। যুদ্ধ চলাকালীন অনেকে তাঁদের অসুস্থ সন্তান, বৃদ্ধ পিতামাতা, দীর্ঘদিনের পোষ্য কাজের লোকদের আমাদের বাসায় রেখে সীমান্তের ওপারে কিংবা গ্রামের বাড়িতে চলে যান। বিভিন্ন সীমাবদ্ধতার মাঝেও কখনো গ্রামের বাড়িতে, কখনো সিলেটের বাসায় থেকে আমরা সে-সবের দেখাশোনা ও সুরক্ষা দেওয়ার দায়িত্ব পালন করি বিশ্বস্ততার সঙ্গে। বিলকিস জায়গীরদার (পরবর্তীতে সিলেট পৌরসভার মহিলা কমিশনার) তাঁদের ক্যান্সার আক্রান্ত সন্তান হীরাকে আমাদের কাছে রেখে নিরাপদ স্থানে পাড়ি জমান। আমরা তাকে নিজ সন্তানের মতো আদর-যত্ন ও শুশ্রূষা দিয়ে মায়ের অভাব পূরণের চেষ্টা করি। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর বিলকিস জায়গীরদার সপরিবারে নিজেদের ইলেকট্রিক সাপ্লাইয়ের বাসায় ফিরে এলে তাঁদের সহায়তায় নির্যাতিত নারীদের সাহায্য-সহযোগিতা ও পুনর্বাসনের ব্যাপারে আমি ও অন্যান্যরা মিলে বিশেষ ভূমিকা রাখি।

১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত নানাভাবে রাষ্ট্রীয় পুনর্বাসন এবং মানুষের কল্যাণে ও নারী আন্দোলনে সম্পৃক্ত থাকলেও এক পর্যায়ে এসে আমি নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ি। কিন্তু বেশিদিন নিজেকে গুটিয়ে রাখতে পারিনি। যোড়শী চক্রবর্তী ও মিসেস লতীফ সর্দারের বিশেষ অনুরোধে এবং পীড়াপীড়িতে পুনরায় সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডে আত্মনিয়োগ করতে হয় আমাকে। ঊষা দাশ পুরকায়স্থ সভাপতি ও আমি সাধারণ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালনকালে সিলেট মহিলা পরিষদ এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করে। সিলেটের বিভিন্ন পাড়াভিত্তিক বয়স্কশিক্ষা, স্ব-উপার্জন লক্ষ্যে সেলাই ও কুটিরশিল্প ইত্যাদি কর্মসূচি গ্রহণ, মালনীছড়া ও লাক্কাতুরা চা বাগানে শ্রমজীবীদের মধ্যে স্বনির্ভর আন্দোলনে উদ্বুদ্ধ করতে বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ করি। পরবর্তীকালে আমি সিলেট মহিলা পরিষদের সহ-সভাপতির দায়িত্ব নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করি।

১৯৯০ খ্রিস্টাব্দে ভারতের বাবরি মসজিদ ধ্বংসের প্রভাব সিলেটেও এসে পড়ে। সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা সৃষ্টি হলে আম্বরখানা, লোহারপাড়া, ইলেকট্রিক সাপ্লাইসংলগ্ন এলাকা, চৌহাট্টা, সুবিদ বাজারসহ এতদঞ্চলের কিশোর-তরুণদের সম্মিলিত করে আমি পাড়ার ছেলেদের সমন্বয়ে সাম্প্রদায়িকতাবিরোধী মোর্চা গঠন করতে সচেতনতা সৃষ্টি করি। সিলেট শহরের কোনো কোনো স্থানে বিচ্ছিন্ন কিছু ঘটনা ঘটলেও আমাদের এই দূরদর্শিতার ফলে উপরোল্লিখিত এলাকায় কোনোপ্রকার অপ্রীতিকর ঘটনার খবর পাওয়া যায়নি।

APPENDIX (C)

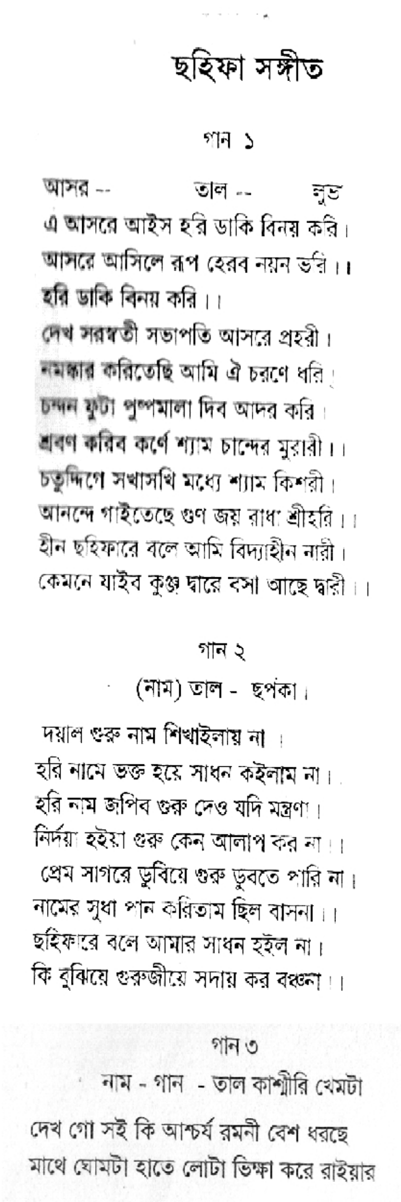

ছহিফা সঙ্গীত

গান ১

আসর -- তাল -- লুভ

এ আসরে আইস হরি ডাকি বিনয় করি।
আসরে আসিলে রূপ হেরব নয়ন ভরি।।
হরি ডাকি বিনয় করি।।
দেখ সরস্বতী সভাপতি আসরে প্রহরী।
নমস্কার করিতেছি আমি ঐ চরণে ধরি।
চন্দন ফুটা পুষ্পমালা দিব আদর করি।
শ্রবণ করিব কর্ণে শ্যাম চান্দের মুরারী।।
চতুর্দ্দিগে সখাসখি মধ্যে শ্যাম কিশরী।
আনন্দে গাইতেছে গুণ জয় রাধা শ্রীহরি।।
হীন ছহিফারে বলে আমি বিদ্যাহীন নারী।
কেমনে যাইব কুঞ্জ দ্বারে বসা আছে দ্বারী।।

গান ২

(নাম) তাল - ছপংকা।

দয়াল গুরু নাম শিখাইলায় না।
হরি নামে ভক্ত হয়ে সাধন কইলাম না।
হরি নাম জপিব গুরু দেও যদি মন্ত্রণা।
নির্দয়া হইয়া গুরু কেন আলাপ কর না।।
প্রেম সাগরে ডুবিয়ে গুরু ডুবতে পারি না।
নামের সুধা পান করিতাম ছিল বাসনা।।
ছহিফারে বলে আমার সাধন হইল না।
কি বুঝিয়ে গুরুজীয়ে সদায় কর বঞ্চনা।।

গান ৩

নাম - গান - তাল কাশ্মীরি খেমটা

দেখ গো সই কি আশ্চর্য রমনী বেশ ধরছে
মাথে ঘোমটা হাতে লোটা ভিক্ষা করে রাইয়ার

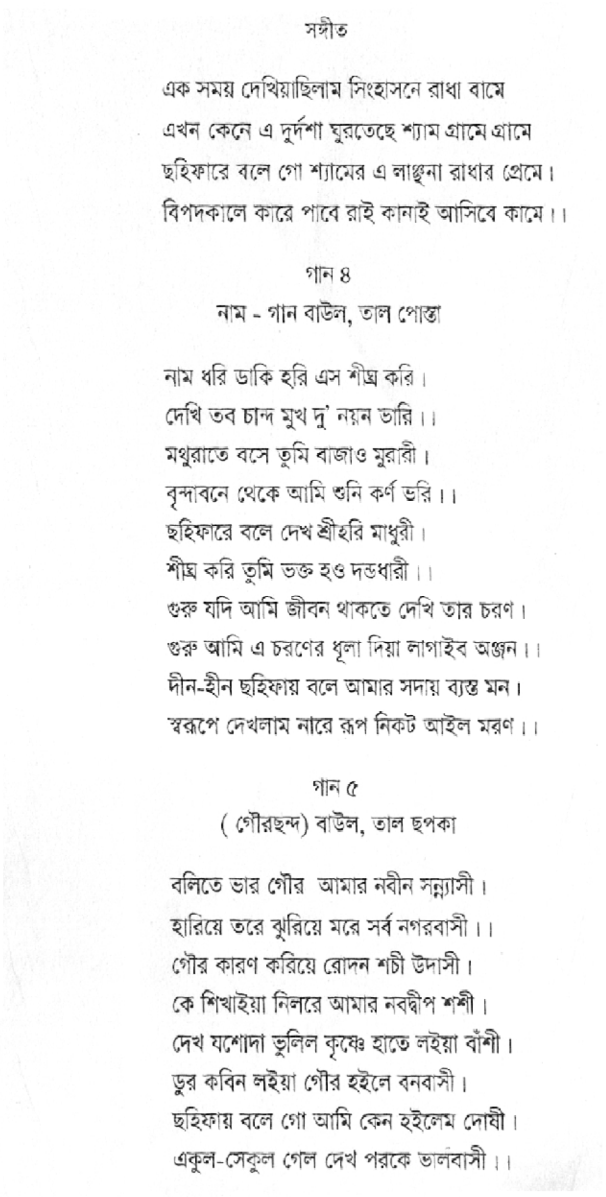

সঙ্গীত

এক সময় দেখিয়াছিলাম সিংহাসনে রাধা বামে
এখন কেনে এ দুর্দশা ঘুরতেছে শ্যাম গ্রামে গ্রামে
ছহিফারে বলে গো শ্যামের এ লাঞ্ছনা রাধার প্রেমে।
বিপদকালে কারে পাবে রাই কানাই আসিবে কামে।।

গান ৪

নাম - গান বাউল, তাল পোস্তা

নাম ধরি ডাকি হরি এস শীঘ্র করি।
দেখি তব চান্দ মুখ দু' নয়ন ভরি।।
মথুরাতে বসে তুমি বাজাও মুরারী।
বৃন্দাবনে থেকে আমি শুনি কর্ণ ভরি।।
ছহিফারে বলে দেখ শ্রীহরি মাধুরী।
শীঘ্র করি তুমি ভক্ত হও দন্ডধারী।।
গুরু যদি আমি জীবন থাকতে দেখি তার চরণ।
গুরু আমি এ চরণের ধূলা দিয়া লাগাইব অঞ্জন।।
দীন-হীন ছহিফায় বলে আমার সদায় ব্যস্ত মন।
স্বরূপে দেখলাম নারে রূপ নিকট আইল মরণ।।

গান ৫

(গৌরছন্দ) বাউল, তাল ছপকা

বলিতে ভার গৌর আমার নবীন সন্ন্যাসী।
হারিয়ে তরে ঝুরিয়ে মরে সর্ব নগরবাসী।।
গৌর কারণ করিয়ে রোদন শচী উদাসী।
কে শিখাইয়া নিলরে আমার নবদ্বীপ শশী।
দেখ যশোদা ভুলিল কৃষ্ণে হাতে লইয়া বাঁশী।
ডুর কবিন লইয়া গৌর হইলে বনবাসী।
ছহিফায় বলে গো আমি কেন হইলেম দোষী।
একুল-সেকুল গেল দেখ পরকে ভালবাসী।।

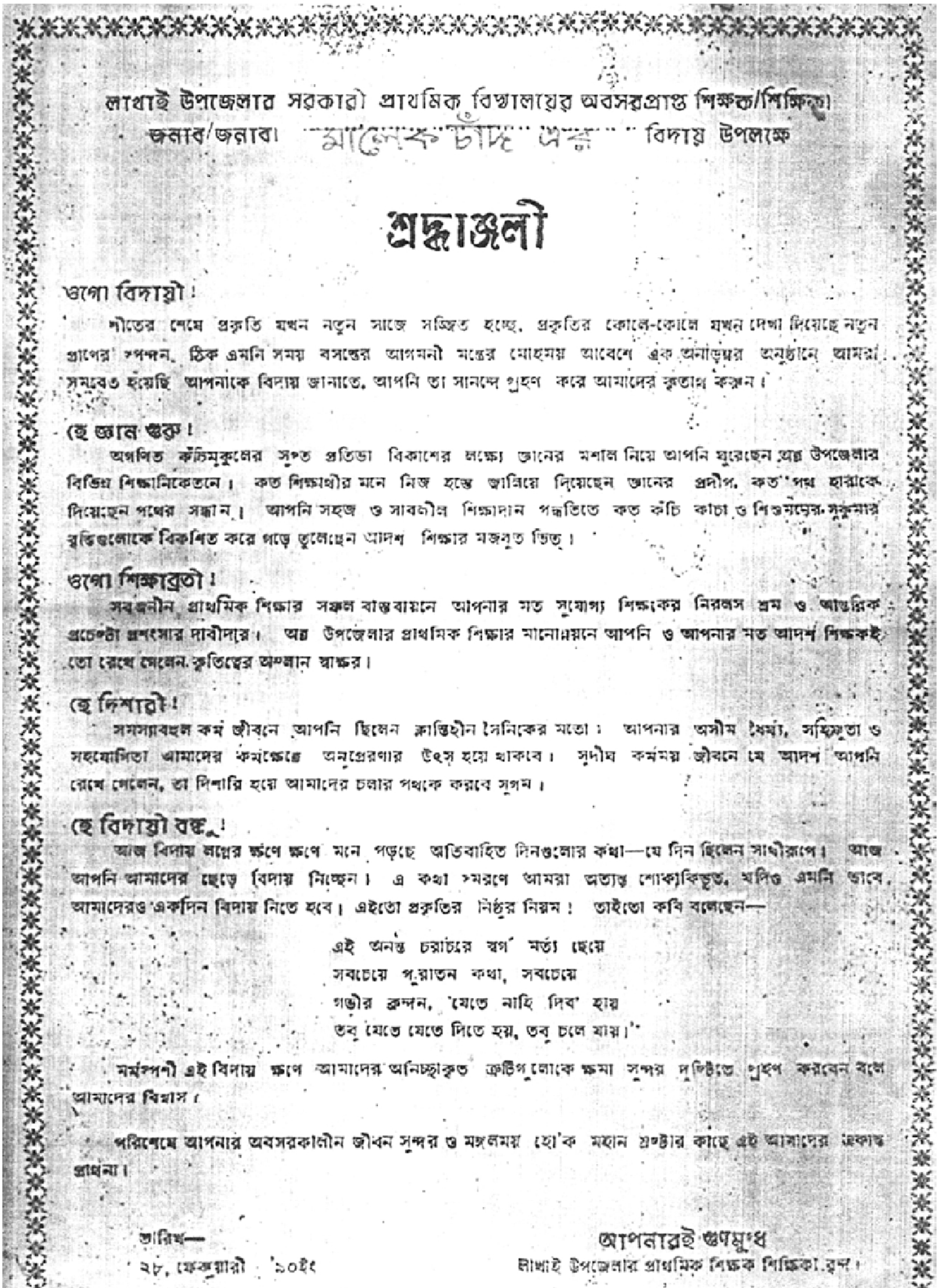

লাখাই উপজেলার সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক/শিক্ষিকা
জনাব/জনাবা মালেক চাঁদ প্রধান বিদায় উপলক্ষে

শ্রদ্ধাঞ্জলী

ওগো বিদায়ী!

শীতের শেষে প্রকৃতি যখন নতুন সাজে সজ্জিত হচ্ছে, প্রকৃতির কোলে-কোলে যখন দেখা দিয়েছে নতুন প্রাণের স্পন্দন, ঠিক এমনি সময় বসন্তের আগমনী মন্ত্রের মোহময় আবেশে এক অনাড়ম্বর অনুষ্ঠানে আমরা সমবেত হয়েছি আপনাকে বিদায় জানাতে. আপনি তা সানন্দে গ্রহণ করে আমাদের কৃতার্থ করুন।

হে জ্ঞান গুরু!

অগণিত কচিমুকুলের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের লক্ষ্যে জ্ঞানের মশাল নিয়ে আপনি ঘুরেছেন অত্র উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষানিকেতনে। কত শিক্ষার্থীর মনে নিজ হস্তে জ্বালিয়ে দিয়েছেন জ্ঞানের প্রদীপ, কত পথ হারাকে দিয়েছেন পথের সন্ধান। আপনি সহজ ও সাবলীল শিক্ষাদান পদ্ধতিতে কত কচি কাচা ও শিশুমনের সুকুমার বৃত্তিগুলোকে বিকশিত করে গড়ে তুলেছেন আদর্শ শিক্ষার মজবুত ভিত্।

ওগো শিক্ষাব্রতী!

সর্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষার সফল বাস্তবায়নে আপনার মত সুযোগ্য শিক্ষকের নিরলস শ্রম ও আন্তরিক প্রচেষ্টা প্রশংসার দাবীদার। অত্র উপজেলার প্রাথমিক শিক্ষার মানোন্নয়নে আপনি ও আপনার মত আদর্শ শিক্ষকই তো রেখে গেলেন কৃতিত্বের অম্লান স্বাক্ষর।

হে দিশারী!

সমস্যাবহুল কর্ম জীবনে আপনি ছিলেন ক্লান্তিহীন সৈনিকের মতো। আপনার অসীম ধৈর্য্য, সহিষ্ণুতা ও সহযোগিতা আমাদের কর্মক্ষেত্রে অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে থাকবে। সুদীর্ঘ কর্মময় জীবনে যে আদর্শ আপনি রেখে গেলেন, তা দিশারি হয়ে আমাদের চলার পথকে করবে সুগম।

হে বিদায়ী বন্ধু!

আজ বিদায় লগ্নের ক্ষণে ক্ষণে মনে পড়ছে অতিবাহিত দিনগুলোর কথা—যে দিন ছিলেন সাথীরূপে। আজ আপনি আমাদের ছেড়ে বিদায় নিচ্ছেন। এ কথা স্মরণে আমরা অত্যন্ত শোকাভিভূত, যদিও এমনি ভাবে, আমাদেরও একদিন বিদায় নিতে হবে। এইতো প্রকৃতির নিষ্ঠুর নিয়ম! তাইতো কবি বলেছেন—

এই অনন্ত চরাচরে স্বর্গ মর্ত্য ছেয়ে
সবচেয়ে পুরাতন কথা, সবচেয়ে
গভীর ক্রন্দন, 'যেতে নাহি দিব' হায়
তবু যেতে যেতে দিতে হয়, তবু চলে যায়।"

মর্মস্পর্শী এই বিদায় ক্ষণে আমাদের অনিচ্ছাকৃত ত্রুটিগুলোকে ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে গ্রহণ করবেন বলে আমাদের বিশ্বাস।

পরিশেষে আপনার অবসরকালীন জীবন সুন্দর ও মঙ্গলময় হো'ক মহান স্রষ্টার কাছে এই আমাদের একান্ত প্রার্থনা।

তারিখ—
২৮, ফেব্রুয়ারী '১০ইং

আপনারই গুণমুগ্ধ
লাখাই উপজেলার প্রাথমিক শিক্ষক শিক্ষিকা বৃন্দ।

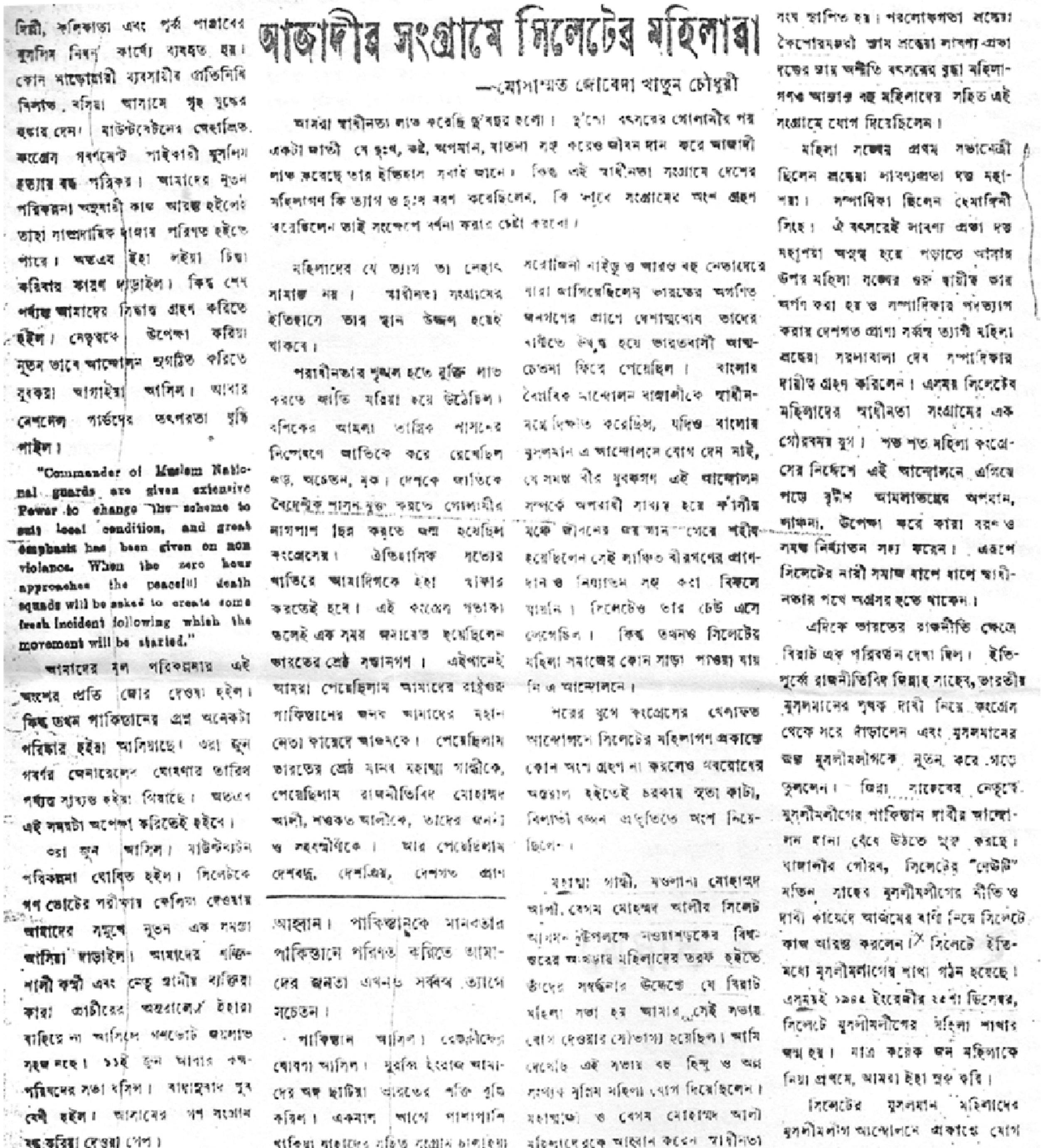

দিল্লী, কলিকাতা এবং পূর্ব পাঞ্জাবের মুসলিম নিধন কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। কোন মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীর প্রতিনিধি বিলাত, বসিয়া আসামে গৃহ যুদ্ধের ব্যয় দেন। মাউন্টব্যাটেনের পেয়ালিত কংগ্রেস গভর্ণমেন্ট পাইকারী মুসলিম হত্যায় বদ্ধ পরিকর। আমাদের নূতন পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ আরম্ভ হইলেও তাহা সাম্প্রদায়িক ধারায় পরিণত হইতে পারে। অতএব ইহা লইয়া চিন্তা করিবার কারণ দাঁড়াইল। কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত আমাদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে হইল। নেতৃত্বকে উপেক্ষা করিয়া নূতন ভাবে আন্দোলন সুগঠিত করিতে যুবকরা আগাইয়া আসিল। আবার ন্যাশনাল গার্ডদের তৎপরতা বৃদ্ধি পাইল।

"Commander of Muslim National guards are given extensive Power to change the scheme to suit local condition, and great emphasis has been given on non violence. When the zero hour approaches the peaceful death squads will be asked to create some fresh incident following which the movement will be started."

আমাদের মূল পরিকল্পনায় এই অংশের প্রতি জোর দেওয়া হইল। কিন্তু তখন পাকিস্তানের প্রশ্ন অনেকটা পরিষ্কার হইয়া আসিয়াছে। ৩রা জুন গভর্ণর জেনারেলের ঘোষণার তারিখ পর্য্যন্ত স্থগিত করিয়া দিয়াছে। অতএব এই সময়টা অপেক্ষা করিতেই হইবে।

৩রা জুন আসিল। মাউন্টব্যাটেন পরিকল্পনা ঘোষিত হইল। সিলেটকে গণ ভোটের পরীক্ষায় ফেলিয়া দেওয়ায় আমাদের সম্মুখে নূতন এক সমস্যা আসিয়া দাঁড়াইল। আমাদের শক্তিশালী কর্মী এবং নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা কারা প্রাচীরের অন্তরালে। ইহারা বাহিরে না আসিলে গণভোট আন্দোলন সহজ নহে। ১১ই জুন আবার কর্ম-পরিষদের সভা বসিল। বাধাবিঘ্ন খুব বেশী হইল। আমাদের গণ সংগ্রাম বন্ধ করিয়া দেওয়া গেল।

আমাদের সংগ্রাম ব্যর্থ হয় নাই—তাহার প্রমাণ পাইয়াছি গণ ভোটের অসম্ভবকে সম্ভব করিয়া। আমাদের গণ চেতনা আজিও তাহার সংগ্রামশীল মনোবৃত্তিকে হারায় নাই, হারায় নাই অন্যায় আর অবিচারের বিরুদ্ধে তার বজ্রবাহুর শক্তি। তাই আজ পাকিস্তানের অনাচার অবিচারের মধ্যে বসিয়া তাহারা অপেক্ষা করে বিপ্লবী নেতৃত্বের আহ্বান। পাকিস্তানকে মানবতার পাকিস্তানে পরিণত করিতে আমাদের জনতা এখনও সর্বস্ব ত্যাগে সচেতন।

পাকিস্তান আসিল। রেডক্লিফের ঘোষণা আসিল। মুরুব্বি ইংরাজ আমাদের অঙ্গ ছাটিয়া ভারতের শক্তি বৃদ্ধি করিল। একসাথে আগে পাশাপাশি থাকিয়া যাহাদের সহিত সংগ্রাম চালাইয়াছিলাম—সুখে দুঃখে পরস্পর মিলিয়া মিশিয়া যাহারা পাকিস্তানের স্বপ্নে রূপদান করিতে চেষ্টা করিল, তাহাদের শক্তি শুধু সহানুভূতি আর সমবেদনাকে সম্বল করিয়া আমরা পাকিস্তানে চলিয়া আসিলাম। জীবনের একটি অধ্যায়ের উপর এইরূপেই যবনিকা নামিয়া আসিল—আমাদের যৌবনোজ্জ্বল অধ্যায় হয়ত ইহাই।

শেষ

আজাদীর সংগ্রামে সিলেটের মহিলারা

—মোসাম্মত জোবেদা খাতুন চৌধুরী

আমরা স্বাধীনতা লাভ করেছি দু'বছর হলো। দু'শো বৎসরের গোলামীর পর একটা জাতি যে দুঃখ, কষ্ট, অপমান, যাতনা সহ্য করেও জীবন দান করে আজাদী লাভ করেছে তার ইতিহাস সবাই জানে। কিন্তু এই স্বাধীনতা সংগ্রামে দেশের মহিলাগণ কি ত্যাগ ও দুঃখ বরণ করেছিলেন, কি ভাবে সংগ্রামের অংশ গ্রহণ করেছিলেন তাই সংক্ষেপে বর্ণনা করার চেষ্টা করবো।

মহিলাদের যে ত্যাগ তা নেহাৎ সামান্য নয়। স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে তার স্থান উজ্জ্বল হয়েই থাকবে।

পরাধীনতার শৃঙ্খল হতে মুক্তি লাভ করতে জাতি মরিয়া হয়ে উঠেছিল। বণিকের আমলা তান্ত্রিক শাসনের নিষ্পেষণে জাতিকে করে রেখেছিল জড়, অচেতন, মূক। দেশকে জাতিকে বৈদেশিক শাসন মুক্ত করতে গোলামীর নাগপাশ ছিন্ন করতে জন্ম হয়েছিল কংগ্রেসের। ঐতিহাসিক সত্যের খাতিরে আমাদিগকে ইহা স্বীকার করতেই হবে। এই কংগ্রেস পতাকা তলেই এক সময় সমবেত হয়েছিলেন ভারতের শ্রেষ্ঠ সন্তানগণ। এইখানেই আমরা পেয়েছিলাম আমাদের রাষ্ট্রগুরু পাকিস্তানের জনক আমাদের মহান নেতা কায়েদে আজমকে। পেয়েছিলাম ভারতের শ্রেষ্ঠ মানব মহাত্মা গান্ধীকে, পেয়েছিলাম রাজনীতিবিদ মোহাম্মদ আলী, শওকত আলীকে, তাদের জননী ও সহধর্মীণীকে। আর পেয়েছিলাম দেশবন্ধু, দেশপ্রিয়, দেশগত প্রাণ সরোজিনী নাইডু ও আরও বহু নেতাদেরে যারা জাগিয়েছিলেন ভারতের অগণিত জনগণের প্রাণে দেশাত্মবোধ তাদের বাণীতে উদ্বুদ্ধ হয়ে ভারতবাসী আত্মচেতনা ফিরে পেয়েছিল। বাংলার বৈপ্লবিক আন্দোলন বাঙ্গালীকে স্বাধীনতায় দীক্ষিত করেছিল, যদিও বাংলার মুসলমান এ আন্দোলনে যোগ দেন নাই, যে সমস্ত বীর যুবকগণ এই আন্দোলন সম্পর্কে অপরাধী সাব্যস্ত হয়ে ফাঁসীর মঞ্চে জীবনের জয় গান গেয়ে শহীদ হয়েছিলেন সেই লাঞ্ছিত বীরগণের প্রাণদান ও নির্যাতন সহ্য করা বিফলে যায়নি। সিলেটেও তার ঢেউ এসে লেগেছিল। কিন্তু তখনও সিলেটের মহিলা সমাজের কোন সাড়া পাওয়া যায় নি এ আন্দোলনে।

পরের যুগে কংগ্রেসের খেলাফত আন্দোলনে সিলেটের মহিলাগণ প্রকাশ্যে কোন অংশ গ্রহণ না করলেও অবরোধের অন্তরাল হইতেই চরকায় সূতা কাটা, বিলাতী বর্জন প্রভৃতিতে অংশ নিয়েছিলেন।

মহাত্মা গান্ধী, মওলানা মোহাম্মদ আলী, বেগম মোহাম্মদ আলীর সিলেট আগমন উপলক্ষে নওয়াবগড়ের [illegible] মহিলাদের তরফ হইতে তাঁদের সম্বর্ধনার উদ্দেশ্যে যে বিরাট মহিলা সভা হয় আমার সেই সভায় যোগ দেওয়ার সৌভাগ্য হয়েছিল। আমি দেখেছি এই সভায় বহু হিন্দু ও অন্য সম্প্রদায় মুসলিম মহিলা যোগ দিয়েছিলেন। মহাত্মাজী ও বেগম মোহাম্মদ আলী মহিলাদেরকে আহ্বান করেন স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ নিতে। তাহারা বিশেষ জোরের সহিত বলেন যে স্বাধীনতা সকলের জন্মগত অধিকার সুতরাং ইহাকে লাভ করতে হলে মেয়ে, পুরুষ সকলকে সমান ভাবে অংশ নিতে হবে এবং মেয়েদের ইহাতে সম্পূর্ণ অধিকার আছে।

১৯৩০ সনের আইন অমান্য আন্দোলন ক্রমে এসে পড়ে। প্রকাশ্যভাবে সিলেটের মহিলাগণ সক্রিয়ভাবে এসময় স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দেন। [illegible] সনে কংগ্রেসের শাখা সমিতি মহিলা সংঘ স্থাপিত হয়। পরলোকগতা শ্রদ্ধেয়া কৈশোরমঞ্জরী [illegible] শ্রদ্ধেয়া লাবণ্যপ্রভা দত্তের ন্যায় অশীতি বৎসরের বৃদ্ধা মহিলাগণও আরও বহু মহিলাদের সহিত এই সংগ্রামে যোগ দিয়েছিলেন।

মহিলা সঙ্ঘের প্রথম সভানেত্রী ছিলেন শ্রদ্ধেয়া লাবণ্যপ্রভা দত্ত মহাশয়া। সম্পাদিকা ছিলেন হেমাঙ্গিনী সিংহ। ঐ বৎসরেই লাবণ্য প্রভা দত্ত মহাশয়া অসুস্থ হয়ে পড়াতে আমার উপর মহিলা সঙ্ঘের গুরু দায়িত্ব ভার অর্পণ করা হয় ও সম্পাদিকার পদত্যাগ করায় দেশগত প্রাণা সর্বস্ব ত্যাগী মহিলা শ্রদ্ধেয়া সরলাবালা দেব সম্পাদিকার দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন। এসময় সিলেটের মহিলাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের এক গৌরবময় যুগ। শত শত মহিলা কংগ্রেসের নির্দেশে এই আন্দোলনে এগিয়ে পড়ে বৃটিশ আমলাতন্ত্রের অপমান, লাঞ্ছনা, উপেক্ষা করে কারা বরণ ও সমস্ত নির্য্যাতন সহ্য করেন। এরূপে সিলেটের নারী সমাজ ধাপে ধাপে স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হতে থাকেন।

এদিকে ভারতের রাজনীতি ক্ষেত্রে বিরাট এক পরিবর্তন দেখা দিল। ইতিপূর্বে রাজনীতিবিদ জিন্নাহ সাহেব, ভারতীয় মুসলমানের পৃথক দাবী নিয়ে কংগ্রেস থেকে সরে দাঁড়ালেন এবং মুসলমানের জন্য মুসলীমলীগকে নূতন করে গড়ে তুললেন। জিন্না সাহেবের নেতৃত্বে মুসলীমলীগের পাকিস্তান দাবীর আন্দোলন দানা বেঁধে উঠতে শুরু করছে। বাঙ্গালীর গৌরব, সিলেটের "লেডিজ" মতিন সাহেব মুসলীমলীগের নীতি ও দাবী কায়েদে আজমের বাণী নিয়ে সিলেটে কাজ আরম্ভ করলেন। সিলেটে ইতিমধ্যে মুসলীমলীগের শাখা গঠন হয়েছে। এসময়েই ১৯৪৪ ইংরেজীর ২৫শে ডিসেম্বর, সিলেটে মুসলীমলীগের মহিলা শাখার জন্ম হয়। মাত্র কয়েক জন মহিলাকে নিয়া প্রথমে, আমরা ইহা শুরু করি।

সিলেটের মুসলমান মহিলাদের মুসলীমলীগ আন্দোলনে প্রকাশ্যে যোগ দেওয়া এই প্রথম। মুসলমানের ঘোর দুর্দিনে, স্বামী, পুত্র, ভাইকে সাহায্য করতে, তাঁদের পাশে এসে দাঁড়ালো সিলেটের মহিলাগণ। মুসলীম ভারতের প্রিয় নেতা কায়েদে আজমের জন্মের শুভ উৎসবের দিন এর প্রতিষ্ঠা। এই সর্বপ্রথম, এবং আসামে একমাত্র মুসলীম লীগ মহিলা প্রতিষ্ঠান। নিম্নলিখিত মহিলাগণকে নিয়া কমিটি গঠিত হইয়াছিল, জোবেদা খাতুন চৌধুরী, জেবুন্নেছা খানম, জয়তুন্নেছা, [illegible] খাতুন,

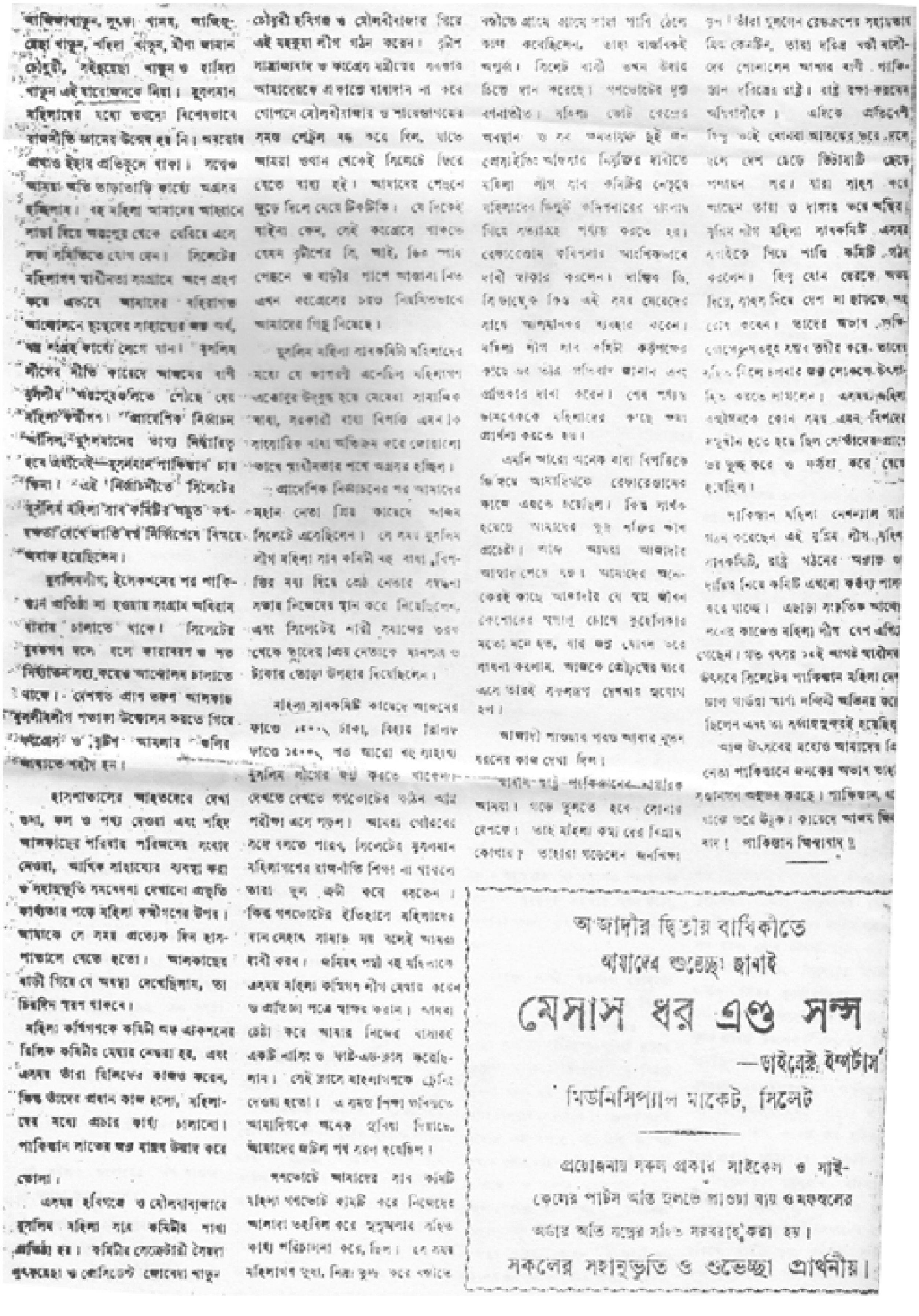

জাহিদাখাতুন, লুৎফা খানম, জাহিদ-রেহা খাতুন, নজিলা খাতুন, মীনা আহমদ চৌধুরী, নইমুন্নেসা খাতুন ও হাবিবা খাতুন এই মহিলাদের নিয়া। মুসলমান মহিলাদের মধ্যে তখনো বিশেষভাবে রাজনীতি জ্ঞানের উন্মেষ হয় নি। অনেকেই আবার ইহার প্রতিকূলে থাকা। সত্বেও আমরা অতি তাড়াতাড়ি কাজে অগ্রসর হচ্ছিলাম। বহু মহিলা আমাদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে অন্তঃপুর থেকে বেরিয়ে এসে লীগ সমিতিতে যোগ দেন। সিলেটের মহিলাগণ স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশ গ্রহণ করে একযোগে আমাদের মহিলাগণ আন্দোলনে ছাত্রদের সাহায্যের জন্য সর্ব, অন্ন সর্বস্ব কাজে লেগে যান। মুসলিম লীগের নীতি কায়েদে আজমের বাণী মুসলিম অন্তঃপুরগুলিতে পৌঁছে দেয় মহিলা কর্মীগণ। "প্রাদেশিক নির্বাচন আসিল, মুসলমানের ভাগ্য নির্ধারিত হবে এইখানেই—মুসলমান পাকিস্তান চায় কিনা। এই 'নির্বাচনীতে' সিলেটের মুসলিম মহিলা সাব কমিটির অদ্ভুত কর্মদক্ষতা দেখে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে বিস্ময়ে অবাক হয়েছিলেন।

মুসলিমলীগ, ইলেকশনের পর পাকিস্তান প্রতিষ্ঠা না হওয়ায় সংগ্রাম অবিরাম ধারায় চালাতে থাকে। সিলেটের যুবকগণ দলে দলে কারাবরণ ও শত নির্যাতন সহ্য করেও আন্দোলন চালাতে থাকে। দেশগত প্রাণ তরুণ আমজাদ মুসলিমলীগ পতাকা উত্তোলন করতে গিয়ে পুলিশের ও বৃটিশ আমলার গুলির আঘাতে শহীদ হন।

হাসপাতালের আহতদের সেবা শুশ্রূষা, ফল ও পথ্য দেওয়া এবং শহীদ আমজাদের পরিবার পরিজনের সংবাদ নেওয়া, আর্থিক সাহায্যের ব্যবস্থা করা ও সহানুভূতি সমবেদনা দেখানো প্রভৃতি কার্যভার পড়ে মহিলা কর্মীগণের উপর। আমাকে সে সময় প্রত্যেক দিন হাসপাতালে যেতে হতো। আমজাদের বাড়ী গিয়ে যে অবস্থা দেখেছিলাম, তা চিরদিন স্মরণ থাকবে।

মহিলা কর্মীগণকে কমিটী সহ প্রত্যেকের বিভিন্ন কমিটির মেম্বার নেওয়া হয়, এবং এসময় তাঁরা বিভিন্ন কাজও করেন, কিন্তু তাঁদের প্রধান কাজ হলো, মহিলাদের মধ্যে প্রচার কার্য চালানো। পাকিস্তান লাভের জন্য মানুষ উদ্বুদ্ধ করে তোলা।

এসময় হবিগঞ্জ ও মৌলবীবাজারে মুসলিম মহিলা সাব কমিটির শাখা প্রতিষ্ঠা হয়। কমিটির সেক্রেটারী সৈয়দা লুৎফন্নেছা ও প্রেসিডেন্ট জোবেদা খাতুন চৌধুরী হবিগঞ্জ ও মৌলবীবাজারে গিয়ে এই মহকুমা লীগ গঠন করেন। বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ ও কংগ্রেস মন্ত্রীদের সরকার আমাদেরকে এ কাজে বাধাদান না করে গোপনে মৌলবীবাজার ও হবিগঞ্জগামী সমস্ত পেট্রোল বন্ধ করে দিল, যাতে আমরা ওখান থেকেই সিলেটে ফিরে যেতে বাধ্য হই। আমাদের পেছনে জুড়ে দিল সেই টিকটিকি। যে দিকেই যাইনা কেন, সেই কংগ্রেসে থাকতো যেমন পুলিশের সি, আই, ডি সারা পেছনে ও বাড়ীর পাশে আস্তানা দিত এমন কংগ্রেসের চর নিয়মিতভাবে আমাদের পিছু নিয়েছে।

মুসলিম মহিলা সাবকমিটি মহিলাদের মধ্যে যে জাগরণী এনেছিল মহিলাগণ একেবারে উন্মুক্ত হয়ে মেয়েরা সামাজিক বাধা, সরকারী বাধা বিপত্তি এমনকি পারিবারিক বাধা অতিক্রম করে জোরালো ভাবে স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হচ্ছিল।

প্রাদেশিক নির্বাচনের পর আমাদের মহান নেতা মিঃ কায়েদে আজম সিলেটে এসেছিলেন। সে সময় মুসলিম লীগ মহিলা সাব কমিটী বহু বাধা বিপত্তির মধ্য দিয়ে সেই নেতার অভ্যর্থনা সভায় নিজেদের স্থান করে নিয়েছিলেন, এবং সিলেটের নারী সমাজের তরফ থেকে [illegible] নেতাকে মানপত্র ও উপহার তোড়া উপহার দিয়েছিলেন।

মহিলা সাবকমিটি কায়েদে আজমের হাতে ১০০০৲ টাকা, বিহার রিলিফ ফান্ডে ১৫০০৲ সহ আরো বহু সাহায্য মুসলিম লীগের ফান্ডে করতে পারেন। দেখতে দেখতে গণভোটের কঠিন অগ্নি পরীক্ষা এসে পড়ল। আমরা গৌরবের সঙ্গে বলতে পারি, সিলেটের মুসলমান মহিলাগণের রাজনীতি শিক্ষা না থাকলে তারা ভুল করি করে বসতেন। কিন্তু গণভোটের ইতিহাসে মহিলাদের দান সেইরূপ সামান্য নয় বলেই আমরা দাবী করব। অনিবন্দ পল্লী বহু মহিলাকে এসময় মহিলা কর্মীগণ লীগ মেম্বার করেন ও প্রতিজ্ঞা পত্রে স্বাক্ষর করান। আমরা চেষ্টা করে আবার নিজের বাসায় একটি নাইট ও ফার্স্ট-এড-ক্লাস করেছিলাম। সেই ক্লাসে মহিলাগণকে ট্রেনিং দেওয়া হতো। এ সময় শিক্ষা [illegible] আমাদিগকে অনেক সুবিধা দিয়াছে। আমাদের কঠিন পথ সরল হয়েছিল।

গণভোটে আমাদের সাব কমিটি মহিলা গণভোট কমিটি করে নিজেদের আলাদা অফিস করে সুশৃঙ্খলার সহিত কার্য পরিচালনা করে দিল। এ সময় মহিলাগণ ক্ষুধা, নিদ্রা ভুলে গিয়ে গ্রামে গ্রামে পাড়া পাড়ি ঠেলে কাজ করেছিলেন, তাহা বাস্তবিকই অপূর্ব। সিলেট নারী তখন উদার চিত্তে দান করেছে। গণভোটের দৃশ্য বর্ণনাতীত। মহিলা ভোট কেন্দ্রের অবস্থান ও সব অবস্থায় দুই জন প্রেসাইডিং অফিসার নিযুক্ত থাকাতে মহিলা লীগ সাব কমিটির নেতৃত্বে মহিলাদের নিযুক্ত কর্মীগণের সাহায্য নিয়ে সর্বাপেক্ষা সাহায্য করতে হয়। রেফারেণ্ডাম কমিশনার আমাদিগকে [illegible] দাবী স্বীকার করলেন। [illegible] কিন্তু এই সময় মেয়েদের সঙ্গে অসম্মানকর ব্যবহার করেন। মহিলা লীগ সাব কমিটি কর্তৃপক্ষের কাছে এর তীব্র প্রতিবাদ জানান এবং প্রতিকারের দাবী করেন। শেষ পর্যন্ত অফিসারকে মহিলাদের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হয়।

এমনি আরো অনেক বাধা বিপত্তিকে ডিঙিয়ে আমাদিগকে রেফারেণ্ডামের কাজে এগুতে হয়েছিল। কিন্তু সার্থক হয়েছে আমাদের ক্ষুদ্র শক্তির দান প্রচেষ্টা। আজ আমরা আজাদীর আস্বাদ পেয়ে ধন্য। আমাদের অনেকেরই কাছে আজাদীর যে স্বপ্ন জীবন যৌবনের সমাধি চোখে মরীচিকার মতো মনে হত, যার জন্য যোগ্য করে সাধনা করলাম, আজকে জৌলুসের সাথে এসে তারই সফলরূপ দেখবার সুযোগ হল।

আজাদী পাওয়ার পরও আবার নূতন ধরনের কাজ দেখা দিল। আজাদী রাষ্ট্র পাকিস্তানের—প্রত্যেক আমরা। গড়ে তুলতে হবে সোনার দেশকে। তাই মহিলা কর্মী বেশ নিয়ে কোথায়? তাহারা গড়েছেন অনশিক্ষা [illegible] দুঃস্থ। তাঁরা দুর্গতদের রেডক্রসের সহায়তায় দিয়ে গেছেন, তাহারা দরিদ্র নারী বালীদের শোনালেন আশার বাণী। পাকিস্তান দরিদ্রের রাষ্ট্র। রাষ্ট্র রক্ষা করবেন অধিবাসীকে। এদিকে প্রতিবেশী হিন্দু ভাই বোনেরা আতঙ্কের ভয়ে দলে দলে দেশ ছেড়ে হিন্দুস্থান পলায়ন করে। যাঁরা বাস করে আছেন তাঁরা ও দাঙ্গার ভয়ে অস্থির। মুসলিম লীগ মহিলা সাবকমিটি এসময় [illegible] নিয়ে শান্তি কমিটি গঠন করেন। হিন্দু বোন মেয়েকে অভয় দিয়ে, সাহস দিয়ে দেশ না ছাড়তে অনুরোধ করেন। তাদের অভাব অভিযোগগুলো দূর করার চেষ্টা করেন। তাদের [illegible] দিয়ে [illegible] অনেক লোককে উৎসাহিত করতে লাগলেন। এসময় মহিলা কর্মীগণকে কোন সময় এমন বিপদের সম্মুখীন হতে হয়ে ছিল সেখানে [illegible] ভয় তুচ্ছ করে ও সাহস করে যেতে হয়েছিল।

পাকিস্তান মহিলা ন্যাশনাল গার্ড গঠন করেছেন এই মুসলিম লীগ মহিলা সাবকমিটি, রাষ্ট্র গঠনের অন্যান্য কাজ দায়িত্ব নিয়ে কমিটি এখনো কর্তব্য পালন করে যাচ্ছে। এছাড়া সাংস্কৃতিক আন্দোলনের কাজেও মহিলা লীগ বেশ এগিয়ে গেছেন। গত বৎসর ১৪ই আগষ্ট স্বাধীনতা উৎসবে সিলেটের পাকিস্তান মহিলা [illegible] অভিনয় করেছিলেন এবং তা সর্বাঙ্গসুন্দরই হয়েছিল।

আজ উৎসবের মধ্যেও আমাদের [illegible] দেখা পাকিস্তানে অনেকের অভাব [illegible] সমস্যা অনুভব করছে। পাকিস্তান, [illegible] গড়ে উঠুক। কায়েদে আজম জিন্দাবাদ! পাকিস্তান জিন্দাবাদ॥

আজাদীর দ্বিতীয় বার্ষিকীতে
আমাদের শুভেচ্ছা জানাই
মেসার্স ধর এণ্ড সন্স
—ডাইরেক্ট ইম্পোর্টার্স
মিউনিসিপ্যাল মার্কেট, সিলেট

প্রয়োজনায় সকল প্রকার সাইকেল ও সাইকেলের পার্টস অতি সুলভে পাওয়া যায় ও মফস্বলের অর্ডার অতি যত্নের সহিত সরবরাহ করা হয়।
সকলের সহানুভূতি ও শুভেচ্ছা প্রার্থনীয়।

বোনদের প্রতি আরজ

—জেবুন্নেসা খানম্—

প্রিয় ভগ্নিগণ!

আশা করি খোদার ফজলে আপনারা সকল কুশলেই আছেন। জানানা মহফিলে প্রকাশের জন্য আপনারা যে সব লেখা পাঠিয়েছেন, তা যথাসময়েই আমাদের হস্তগত হয়েছে। সময় মত ওগুলো প্রকাশিত হবে, তার জন্য কারো অস্থির বা অধৈর্য্য হবার কারণ নেই। বর্ত্তমানে কাগজের সমস্যাই বিশেষ করে আমাদের চিন্তিত করে তুলেছে। তাই পত্রিকার কলেবর আশানুরূপ ভাবে বর্দ্ধিত করা কিছুতেই সম্ভব হচ্ছে না এং এবং এরই জন্য আপনাদের লেখাগুলো সংগে সংগে প্রকাশ করা সম্ভব হয় না। আশাকরি এজন্যে আপনারা মনঃক্ষুণ্ণ বা নিরুৎসাহ হবেন না—।

আর একটা কথা! আপনারা লেখা পাঠাবার সময় কাগজের এক পৃষ্ঠায় লিখে দেবেন। উভয় পৃষ্ঠায় লেখা রচনা ছাপার কাজে অত্যন্ত অসুবিধের সৃষ্টি করে। অনেক ক্ষেত্রে এই কারণেও অনেক ভাল লেখা ছাপানো যায় না। তাই আপনাদের কাছে এই আরজ লেখা পাঠাবার সময় মেহেরবানী পূর্ব্বক এ বিষয়ে দৃষ্টি রাখবেন। রচনার সংগে লেখিকার নাম ঠিকানা ও সংখ্যা নং পরিষ্কা করে লিখতে ভুলবেন না—।

আর একটা প্রয়োজনীয় কথা বলে আজকের মত শেষ করব। আপনারা অনেকে নিজেদের নাম লিখবার সময় পুরো নাম উপা করেন না। অর্দ্ধেক বাংলা অর্দ্ধেক ইংরেজিতে মিশিয়ে এক ধরনের নাম লিখার কায়দ অনেকের মধ্যেই দেখা যায়। আবার কেউব "মিসেস্" লিখে তার সাথে নিজের নামের প্রথ ইংরেজি অক্ষর সহ 'খাতুন' 'খানম' ইত্যাদি লিখে থাকেন।

বাংলাতে এ জিনিসটা বড় বেখাপ্পা ঠেকে।

…তাছাড়া আজকের মুসলমান হচ্ছে আত্ম-সচেতন। একদিন হয়ত ছিল যখন বিদেশী অনুকরণের এইসব খুটিনাটি ও আমাদে কাছে গৌরবের সামগ্রী ছিল, কিন্তু আজ আ সেদিন নেই…আজ আমরা সম্পূর্ণ নূতন পথে চলেছি…আত্মবিস্মৃতির সে যুগ কেটে গেছে… তাই আমাদের রীতিনীতি সব কিছুতেই এক নোতুন ছোঁয়াচ…। কাজেই অন্য জাতি বা সম্প্রদায়ের কাছে সেটা চিত্তাকর্ষক - হলেও আমাদের বেলায় সে মোহ রাখা উচিত নয়া…

…অবশ্য কারো ব্যক্তিগত ব্যাপারে কিছু া ঠিক নয় তবে এ ক্ষেত্রে কথা হচ্ছে এই যে েরা একই উদ্দেশ্যে একই যাত্রাপথে চলেছি। র আদর্শ আমরা সামনে রেখে অগ্রসর হচ্ছি তে কারো দিক থেকে কোন ভুল ত্রুটি বা স্বাভাবিক কিছু যদি চোখে পড়ে তাহলে একে অন্যকে শোধরে নেয়াই হবে আমাদের প্রধান কর্তব্য। আশা করি আপনারা আমায় ভুল বুঝবেন না।

আজ আর নয়। আপনারা আমার আন্তরিক শুভেচ্ছা জানবেন।

"তক্‌সিমে হিন্দ!"

মুস্‌লিম নারী-সমস্যা

—সৈয়দা মসিহা বেগম—

আজ আমাদের নারী সমাজের সম্মুখে অনেক গুরুতর সমস্যা মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। ভেবে দেখলে দেখা যায় যে; তাদের মধ্যে প্রধান সমস্যা গুলোর সমাধানের ভার আমাদের নিজেদের উপরই অনেকটা নির্ভর করেছে।

শিশুই জাতির ভবিষ্যত। জাতির ভবিষ্যত উন্নতির পথ যাদের দিয়ে সুগম হবে তাদের জননীকে যে সকল দিক দিয়ে শিক্ষিতা হতে হবে তা বলা বাহুল্য।

বিভিন্ন সমাজের নারীরা আজ সব বিষয়েই আমাদেরে পেছনে ফেলে এগিয়ে চলেছে নূতন আলোকের সন্ধানে। তাদের কেউ কেউ এখন জজ, ব্যারিষ্টার, উকিল, মুনসেফ, ডাক্তার, এমন কি দার্শনিক বৈজ্ঞানিক ও, কিন্তু অত্যন্ত দুঃখ ও দুর্ভাগ্যের কথা এই যে, আমাদের সমাজের মেয়েদের মধ্যে এসব ত দূরের কথা, সাধারণ ডাক্তার বা নার্স পর্যন্ত নেই এটুকু বললেও বিন্দুমাত্র অত্যুক্তি হয় না।

বর্ত্তমান সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির ফলে দেশের যা অবস্থা তাতে প্রতি মুহূর্তেই জীবন-নাশের বিপুল সম্ভাবনা; কিন্তু আমাদের এমনই দুর্ভাগ্য যে এ অবস্থায় ও অপরের হাতের দিকে চেয়ে থাকা ছাড়া আমাদের উপায় নেই। এর একমাত্র কারণ আমাদেরর শিক্ষার অভাব।

আমাদের সাড়ে চৌদ্দশত বৎসর আগের

অতীত গৌরবের কথা যদি স্মরণ করি তাহলে দেখতে পাব কত শত মহিয়সী নারী প্রয়োজন বোধে কখনও সেনাপতি রূপে অসি হস্তে লক্ষ লক্ষ সৈন্যকে সম্মুখ সমরে অগ্রগামী হবার উৎসাহ দিয়েছেন। কখনও বীরত্বের পরিচয় দিয়ে হাজার হাজার সৈন্যের সহিত যুদ্ধ করছেন। আবার কখন ও হাজার হাজার আহতদের সেবার ভার নিজের হাতে তুলে নিয়েছেন। আমরা এখন যে রকম অবস্থায় দাঁড়িয়েছি তাতে যে কোন সময় হয়ত আমাদের আত্মরক্ষার্থে অস্ত্রধারণের প্রয়োজন হতে পারে। আমাদের তা হলে এখন কি করা কর্তব্য? দুর্বল এবং অসহায়ের মত থাকে আমাদেরে মরতে না হয় অন্তত আত্মরক্ষা টুকু ও যাতে করতে পারি এটুকু শিক্ষা আমাদের দরকার। আমরা যাতে আমাদের পুরুষদের সাথে সমান তালে পা ফেলে চলতে পারি সে বিষয় সচেষ্ট হওয়া আমাদের কর্তব্য। এখন থেকেই আমাদের অস্ত্র বিদ্যা শিক্ষা একান্ত প্রয়োজন হয়ে পড়েছে।

এখানে হয়ত কেউ পর্দ্দার প্রশ্ন তুলতে পারেন। আমাদের দেশে এখন যেরকম পর্দ্দা প্রথার প্রচলন আছে, পর্দ্দা সেটা মোটেই নয় সেটা হল অবরোধ প্রথা। আমরা যদি এখন আমাদের মিথ্যা সঙ্কোচ কাটিয়ে অবরোধ প্রথাকে প্রশ্রয় না দিয়ে শুধু ইসলামী পর্দ্দার যেটুকুর প্রয়োজন তা রেখে সহজ এবং স্বচ্ছন্দে আমাদের কাজ করে যেতে পারি, যে পর্দ্দা রেখে পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নবী হজরত মোহাম্মদ (দঃ) এর বিবি হজরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ আঃ) যুদ্ধ ক্ষেত্রে অবতীর্ণা হয়েছিলেন তা বজায় রেখে কর্মক্ষেত্রে অবতরণ করি, তাহলে কারো কোন প্রকার আপত্তি তুলবার কারন থাকতে পারে না। আমরা যাদের অনুসরণ করছি, যারা আমাদের আদর্শ, তাঁদের বেলায়ই যদি ইসলামী পর্দ্দা কর্মে কোন ব্যাঘাত না ঘটায় তাহলে আমাদেরও ঘটাবেনা।

এবারে সমাজের কথাই একটু আলোচনা করা যাক। সমাজের এবং নিজের মঙ্গলের জন্যও আমাদের শিক্ষার কত প্রয়োজন। এই ধরা যাক না সম্পত্তির কথা। বাপের এবং স্বামীর সম্পত্তিতে আমাদের অধিকার থাকা সত্ত্বে ও তাদের মৃত্যুর পর প্রায় অনেক ক্ষেত্রেই শ শত অসহায়া নারীকে অশিক্ষিতা বলে প্রতারণা করা হয়। তখন পথে দাঁড়ানো ছাড়া আর কো উপায়ই থাকেনা আমাদের। আমরা যদি একটু শিক্ষিতা হতাম এবং নিজের প্রাপ্য অধিকার বুঝে নেবার মত শক্তি আমাদের থাকত তাহলে কেউ আজ আমাদেরে এভাবে প্রতারণা করতে সাহস পেতনা। তাছাড়া অন্য কোন উপায় যদি নাও থাকে, তবে নিজের পেট চালাবার ম কোন একটা কাজ জুটিয়ে নিতে মোটেই বে পেতে হয় না। পথে ঘাটে দেখা যায় আমাদে শত শত নিরক্ষর নারীর দল নিরুপায় হয়ে ভি বৃত্তি অবলম্বন করেছে। আমরা যদি নিজে গৃহকর্মের অবসর সময়, শিল্পের প্রতি একটু ম দেই, এবং সাধ্যমত আমাদের এই নিরক্ষর

দুর্বল মা বোনদের একটু শিল্প শেখাবার চেষ্টা করি তাহলে হয়ত তারা কিছুদিনের মধ্যে শিখে নিয়ে সে সব বিক্রী করে দু'পয়সা রোজগার করতে পারে, এবং ভবিষ্যতে তাদের ভরণ পোষণেরও হয়ত একটা বন্দোবস্ত হতে পারে। ভিক্ষা আমাদের ধর্মে সক্ষমদের জন্য হারাম। এটা আমাদের নিবারণের ব্যবস্থা করা উচিত। আজকাল অনেক মহাপ্রাণদেরে "ভিক্ষা বৃত্তি বন্ধ কর" বলে গলা ফাটাতে শোনা যায়, কিন্তু এই দুঃস্থদের জীবন ধারণের এতটুকু ব্যবস্থা কোথাও দেখতে পাই না। ভিক্ষার চেয়ে কিছু তৈরি করা বা ফেরি করা যে অনেক ভাল সেটা নিশ্চয়ই সবাই স্বীকার করবেন। এই অবস্থায় তাদের যদি ভিক্ষার অপকারটা বুঝিয়ে দেয়া যায় ও তাদের ফেরি করবার সুযোগটুকু আমরা করে দিতে পারি তা হলে অনেকটা উপকার হয় এবং জাতিকে উন্নতির পথে নিয়ে যেতে যথেষ্ট সাহায্য করে। আমাদের বর্ত্তমান সমস্যা ও তার সমাধান সম্পর্কে মোটামুটি এইটুকুই আমার বক্তব্য। আমাদের মা বোনদের সবদিক দিয়ে শিক্ষিতা হতে সচেষ্ট করাই আমার উদ্দেশ্য এবং আন্তরিক অনুরোধ। আশা করি উদার দৃষ্টিভংগি নিয়ে সবাই আমার কথাগুলো চিন্তা করে দেখবেন।

যৌবন কালে মোর

—সৈয়দা হবীবুন্নেসা বেগম—

যৌবনের কালে মোর এই (১) গুমান ছিল ,
রাজার রাজা মহারাজা গুমান কাড়ি নিল।
যৌবনের কালে মোর মনে ছিল আশা,
(২) ছয় রত খাটাইয়া লোকের পাইমু ভালবাসা।
যেই রতের গুমান করতাম হইয়া গেল টুটা,
দুনিয়ার বিকিকিনি সব দেখি ঝুটা।

---

(১) গর্ব্ব (২) ছয় অঙ্গ

অস্থি লোহের এই সঞ্চয়
রবে ইতিহাসে তারি পরিচয় ?
নয়,— তাহা নয়; কঙ্কাল লোহ মিশি একদিন ভাঙিয়া ক্রমে
নয়া দুনিয়ার রচিবে বন্দের মিনারের শান্ পরাক্রমে।

নমরূদ যত জ্বালাও যতনে লেলিহ শিখার আতশ কোনা
মোরাও জেনেছি নবীর রূহতে জেগে আছে সদা রসিক খোদা,
খান্নাস তুমি সারা ময়দান
ভল্ চমনেরে ক'রে বিয়াবান ;
ডরি না আমরা ওই মরুতেই বাড়ে বিহার চমন কুসিম হোনা
দুনিয়াজ দেবে নতুন খোশবু দেখে আমাদের শোণিত সোনা।

আসমান ছুঁড়ি' লিপিয়া কত ঠোঁটে নপর ইস্তাহার,
জানে না ক তার কুদরত কিবা, কতটা তাহার এখতিয়ার ;
ভূমিকম্পনে লোকের চেহারা
হয় কী কখনও কভু দিক হারা ?
দুর্যোগ মাঝে আছো বিশ্বাসী, আছো আছো কেউ কী ওফাদার ?
জেনো, আসিতেছে খোদার রহম করহ তিলেক এন্তেজার।

* * *

পূর্ব্ব পাকিস্তানের মফঃস্বল শহর সমূহের একমাত্র লীগ সমর্থক নির্ভিক দৈনিক সংবাদ পত্র
"পূর্ব্ব পাকিস্তান"
সম্পাদক—আব্দুস সালাম
চাঁদার হার :—বার্ষিক সডাক ২৫৲, ষাণ্মাসিক সডাক ১৩৲, ত্রৈমাসিক সডাক ৭৲, বিজ্ঞাপনের হা
প্রতি কলামে প্রতি ইঞ্চি প্রতিবার ৩৲ টাকা মাত্র। সর্ব্বত্র এজেন্ট আবশ্যক।
ম্যানেজার—"পূর্ব্ব পাকিস্তান"
আন্দর কিল্লা, চট্টগ্রাম।

"বাঁদী প্রথা ও নারী সমাজ"

—সৈয়দ আজাদ আলী—

মাতৃজাতিকে এতদ্দেশে যে নামে অভিহিত করা হয়—সাহিত্য ক্ষেত্রে কিম্বা বাস্তব ক্ষেত্রে তাঁহারা যে নামে পরিচিতা তন্মধ্যে অচলা অবলা বামা রমণী কন্যা, কামিনী, ভগিনী শব্দ গুলি দেখিতে পাওয়া যায়। এই নাম করন নাকি জীবের গুণাবলীর প্রতি দৃষ্টি পাত করিয়াই রাখা হইয়াছে। এই শব্দ গুলি এতদ্দেশে ব্যাপক ভাবে ব্যবহার ও হইয়া আসিতেছে। এই শব্দ রাশির একটা কুৎসিত ইঙ্গিত আত্ম গোপন্ করিয়া আছে। নারী জাতিকে এই ভাবে কর্ম্মে ও বচনে ঘায়েল করিয়া পুরুষ শাসিত সমাজ পরিতৃপ্তর ভাব ও প্রকাশ করিয়া থাকে। অনেক কবি ও মেয়েদেরে পুরুষের বাঁকা হাড়ের তৈরী এক ক্ষণ ভঙ্গুর আসবাবই বলেন। কেহ কেহ "womon is a brbiratical Expression of weo to Man" বলিয়া কাল মিটিন এবং সেই জাতের জীবরাই নারীর আত্মা আছে কিনা খুঁজিতে খুঁজিতে আফ্রিকার জঙ্গলে প্রবেশ করেন এবং জংলী বানরের উপযুক্ত বংশধর নিজেকে জাহির করিয়া ক্ষান্ত হন। মনুসংহিতার সুশাসনে মেয়েদের মন্ত্র উচ্চারণে জিহ্বা আড়ষ্ট হইয়া যাইবার ভয় ও কম ছিল না। জনক রাজার শ্রেষ্ঠ পুত্র ভগবান রাম সিংহাসন চ্যুত হইয়া পিতার বর ও আজ্ঞা পালনের জন্য বনবাসে রওয়ানা হইলেন, সাধ্বী সীতা সাপের পিছের লেজের মত পতি প্রেমের গৌরব উজ্জল করিয়া অনুগামিনী হইলেন। এহেন সতীকে আপন স্বামীর সমুখে দশজনের মাঝখানে সতীত্বের অগ্নি পরীক্ষার সম্মুখিন হইতে হইল। পুরুষ সমাজের পৌরুষহীনতার জন্য যে কুললক্ষ্মী নির্য্যাতিতা হন সেই সমাজের পুরুষ তাঁহার সতীত্বের পরীক্ষক সাজিতে পারে কি ? ভগবান রাম স্ত্রীর অপমানে হিমাদ্রির মত অটল অচল। মেদিনী বিদির্ণা হইয়া সীতার নারীত্বের মর্য্যাদা রক্ষা করিল। কিন্তু ……

মহাভারতে ও তৎকালিন সমাজ ব্যবস্থা ও নারীর স্থান নির্ণয় করিতে গেলে প্রথমেই দ্রৌপদীকে জুয়ার আড্ডায় জোয়া খেলার টুপি হিসাবে শিরোপরি দণ্ডায়মান দেখি আর দেখি পরাজিত বীর পাণ্ডব দ্রৌপদীকে বিবস্ত্র করণ নিষ্ক্রীয়ভাবে তাকে অবলোকন করিতেছেন। উর্দ্ধাকাশের ভগবানকে নামিতে হইল নারীর কাতর আহ্বানে কিন্তু শত শত ভক্তের হৃদয় একটু ও মমতায় গলিতে পারিল না।

"কুমারী পূজা" ও "দেবদাসী"র ইতিহাস কত করুণ তাহা ইতিহাসের পাঠক মাত্রই অবগত আছেন। কৌলিন্য প্রথার ভয়াবহ পরিণতি নারী নির্য্যাতনের করুণ ইতিহাস পুনরাবৃত্তি লাভের [illegible]। নারী দরদী সুসাহিত্যিক শরৎ চট্টোপাধ্যায় বিভিন্ন স্তরের নারীর মূল্য পণ্য দ্রব্যের মত হিসাব করিয়া দেখাইয়া দিয়া অঙ্গুলি নির্দ্দেশে বলিয়াছেন,—"আবর্জ্জনা ওইখানে"।

কিন্তু সেই আবর্জ্জনা দূরিকরণের মনোবৃত্তি সমাজ অদ্যাবধি দেখাইতে পারে নাই। বরং দিন দিন সমস্ত সমস্যা সমাধানের রাস্তা ঘাট রুদ্ধ হইয়া যাইতেছে—নিত্য নতুন স্তূপীকৃত আবর্জ্জনায়। প্রতিবেশী সুশিক্ষিত হিন্দু সমাজের স্কুল কলেজী মেয়েদের প্রতি পিতার কর্ত্তব্য তাহাকে উগ্র আধুনিকতার প্রলেপ মাখাইয়া পাত্রস্থ করিতে পারিলেই লেঠা চুকাইয়া গেল কিন্তু সেই নারী বিধবা হইয়া পিতৃ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে তাহার অবস্থা কসাই ঘরের অস্থ পাঁঠার তুল্য অনুগ্রহ ও উচ্ছিষ্টের উপর তাহাকে বাঁচিতে হইবে। কলেজী মেয়েরা ইউরোপীয় মেয়েদের অনুকরণে নিজেকে চালাই করিয়া চলিয়াছে আর মুসলীম মেয়েরা চলিতেছে হিন্দু মেয়েদের অনুকরণে কপালে টিপ দিয়া উলঙ্গ মস্তকে উলঙ্গ বেহায়াপনা বহিয়া। যে "আংকল" শ্যামের মুলুকের কপি আমরা করিয়া যাইতেছি সেই "আংকল" চিৎকার করিয়া বলিতেছে "দাও হে তব বন" "ফিরে নাও নগর।"

মুসলিম সমাজের পরদার উন্মোচন করিয়া বাহির বিশ্বের দরবারে পেশ করিলে দেখা যায় মুসলীম নারী তাহাদের হিন্দু বোনদের মতো নির্য্যাতিতা। দলিলে কেতাবে আইনে আদালতে মুসলীম নারীর দাবী দাওয়া স্বীকৃত হইলেও সেই শিকায় তোলা আদর্শ বাদীতার একটী কণাও মুসলীম সমাজ জীবনে বপন হয় নাই 'নওরোজ' হাটের দেহ বেচা কেনার কুৎসিৎ ইতিহাস না হয় ছাড়িয়া দিলাম তথাপি মুসলীম আভিজাত্য সমাজে বাঁদী প্রথার কুৎসিৎ ছবি যিনি দেখিয়াছেন তিনি প্রত্যক্ষ জাহান্নাম দেখিবার দাবী করিতে পারেন। মুসলীম নারী সমাজের এক বৃহত্তম সংখ্যা এমনী [illegible] ধর্ম হইতে বিচ্যুত হইয়া আদি বর্ব্বরতার অন্ধকারে হাতড়াইয়া মরিতেছে। সেই মেয়েদেরে নামে মাত্র স্বামীর নামে যেন বেনামী করিয়া লোক চক্ষের "আড়ালে" তথাকথিত "বড় মিয়ারা" ভোগ বিলাস চরিতার্থ করিতেছেন। সুতিকাগ্রস্থ বিবি বাঁদীকে নিজের প্রতিদ্বন্দী দেখিয়া তাহার চুল মুড়াইয়া খোপা কাটিয়া কখনও কয়েক ঘা পিটে কষিয়া প্রতিশোধ গ্রহণ ও করেন। জলে কুমির ডাঙ্গায় বাঘের ভয় এমনই জীবন মৃত্যুর মধ্যপথে এক গুলি সৃষ্ট জীব পথহারা। সিলেট জেলার বিভিন্ন মহকুমার আভিজাত্য গর্ব্বিত মরিচা পড়া জমিদার, মিরাসদার মধ্যবিত্ত চৌধুরী গোষ্ঠির পরিবারেও দুই চার জন বাঁদী যে নাই এমনও নয়। ইহাদের দস্তুরমত ১৫৲।২০৲ টাকায় বেচা কেন

চলে এবং বড় বাড়ীর মেয়ের বিবাহের অন্যান্য যৌতুকের সঙ্গে রক্ত মাংসের একটা মানুষকেও দান করা হয়। তাহাদের ভাগ্যে যেন আমরণ মৃত্যু যন্ত্রণা।

তারপর বর্ত্তমানে নারী নিয়া আধুনিক কবি সিনেমা পরিচালক চিত্র শিল্পি যে ভাবে ব্যবসায়ে মাতিয়া উঠিয়াছেন তাহা এতদিন ধরিয়া নারী সমাজ নীরবে সহিয়া চলার মহত্তা কেন যে নিয়া চলিয়াছেন তাহার হদিস পাওয়া মুস্কিল। নানাবিধ সুগন্ধি তেলের লেবেলে সিনেমার পোষ্টারে লেট্রিনের গায়ে বিড়ির লেবেলে মেয়েদের উলঙ্গ নগ্ন ছবিও নীরব ইঙ্গিতে রহিয়াছে। গেল যুদ্ধে নারী কনট্রেক্ট দারের মহা অস্ত্রে ব্যবহৃত হইয়াছে। বাস্তববাদী চক্ষুষ্মান ব্যক্তি মাত্রই এ অপ্রিয় সত্য স্বীকার অবশ্যই করিবেন। কিন্তু বড়ই দুঃখ ও পরিতাপের বিষয় বঙ্গাসামের কোন নেতৃস্থানীয়া প্রগতীমনা মহিলাকে তাহার প্রতিবাদী হইতে দেখিলাম না। আশ্চর্য্য···।

আজকাল দৈনিক মাসিক পত্রিকা পৃষ্ঠে বহু মহিলাদের ধারাবাহিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইতেছে তাহাতে সমস্যা ও সমাধানের নাম গন্ধ নাই আছে শুধু পুরুষের কাঁধে কাঁধ মিলাইবার এক উৎকট নির্দ্দেশ। এই সব প্রগতির মূলে আদর্শ কিম্বা প্রেরণা নাই আছে শুধু উগ্র আধুনিকতা ও আত্মপ্রকাশের ব্যর্থ কুর্ণিশ। আর আছে—

"আপনারে ভেঙ্গে চুরে
গড়তে চাহে পরের ছাঁচে
অলিক মেকি ফাঁকি সে জন
নামটি তাহার কদিন বাঁচে"

তাই মুসলীম নারীসমাজকে বিনীত অনুরোধ করি ইসলামে নারীর স্থান ও তাহার ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিয়া নিজেদের হিসাবের খতিয়ান করুন যে ইউরোপের কপি করিতেছেন সেই জার্ম্মান মুলুকের নরনারী ১০০/- সেন্ট পার সেন্ট বৈজ্ঞানিক শিক্ষায় সুশিক্ষিত সেই দেশের নারীরা নিজেদের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া বলিয়াছেন, মেয়েরা তিনটি বিষয় গ্রহণ কর তার নাম 3k. (1) Kirch Church) (2) Kinder (Children) "Kuche" (Kitchen) সেই সুরে সুর মিলাইয়া আজ অনুরোধ জানাই মুসলিম বোনরা গৃহে গৃহে ইসলাম পুনঃ প্রতিষ্ঠা কর, শত শত জিন্না কামালের জননী হও, তোমার কর্ম্মব্যস্ত হস্তে খোদার ভাণ্ডার উজাড় করিয়া নিয়ামত নাজিল হউক। —আমিন!

* * *

Appendix (D)

The following schools, madrassas and colleges which were established in colonial period in Greater Sylhet.

Nagarkandi Government Primary School, Jakiganj, 1826

Sylhet Government Pilot High School, Sylhet, 1836.

Sadarashi L.P School, Karimganj, 1850

Ichamati Government Primary School, Jakiganj, 1850

Tagar Thakur Government Primary School, Jakiganj, 1850

Jiapur Government Primary School, Jakiganj, 1852

Nidanpur Government Primary School, Jakiganj, 1860

Munshi Bazar Government Primary School, Jakiganj, 1861

Amalsid Government Primary School, Jakiganj, 1865

Rabbania Madrassa, Karimganj, 1866

Uttarkul Primary School, Jakiganj, 1870

Ubahata Kudratiya Dakhil Madrassa, Habiganj, 1870

Maricha Government Primary School, Jakiganj, 1870

UttarBhag Government Primary School, Jakiganj, 1872

Madinatul Ulum Bhagbadi Madrassa, Kaliganj, 1873.

Hatidahar Government Primary School, Jakiganj, 1875

Jalsukha K. J.B High School, Ajmiriganj, 1876

Purahuria Alia Madrassa, Karimganj, 1877

Portiyas M.E. School, Rajnagar, Maulavibazar, 1878

Manikpur Primary school, Jakiganj, 1880

Bramhangram Government Primary School,Jakiganj, 1880

Habiganj Government Girls' High School, Habiganj, 1883

Karimganj Government High School, Karimganj, 1884.

Purkaysthapada Government Primary School, Jakiganj, 1885

Gulakchand Primary School, Jakiganj, 1885

Husnabad Government Primary School, Jakiganj, 1885

Sharatsundari M.E School, Begampur, Balaganj, Sylhet, 1886

Raja Girishchandra English School, Sylhet, 1886

Murarichand Higher Grade English School, 1886.

Karnamadhu L.P School, Karnamadhu, 1886

Jarapatha L.P School, Karimganj, 1886

Lakshmibajar L.P School, Karimganj, 1886

Singari L.P School, Karimganj,1886

Abdul Majid Patshala, Karimganj, 1886

Mirasi M.E. School, Habiganj, 1887

Kishorimohan Girls' School, Sylhet, 1887

Sunamganj Government Jubilee School, Sunamganj, 1887

Kamalpur Governmen Primary School (b), Jakiganj, 1888

Parchak Primary School, Jakiganj, 1890

Atgram Primary School, Jakiganj, 1890

Suranandapur Government Primary School, Jakiganj, 1890

Mulikandi Primary School, Jakiganj, 1890

Murari Chand College, Sylhet, 1892

Habiganj Government High School, Habiganj, 1893

Kali Prasad High School, Maulavibazar, 1895

Nurnagar Government Primary School, Jakiganj, 1895

Asimia Alia Madrassa, Karimganj, 1895

Rahimkharchak Government Primary School, Jakiganj, 1895

Bhunabir Dasharat School, Srimangal, 1896

Nagendranath Tilakchand M.E School, Karimganj, 1896

Baniyachang L.R. School, Baniyachang, Sylhet, 1896

Deorial Alia Madrassa, Karimganj, 1898

Ratanganj Government Primary School, Jakiganj, 1900

Nilambarpur Government primary School, Jakiganj, 1901

Bhanga M.E School, Bhanga, Karimganj, 1903.

Sylhet Government Girls' School, Sylhet, 1903

Hajiganj Government Primary School, Jakiganj, 1903

Rajanagar K.P.C. School, Harnagar, Sunamganj, 1903

Digri Primary School, Jakiganj, 1904

Khalachara Primary School, Jakiganj, 1905

Gangajal Government Primary School, Jakiganj, 1905

Bhatpada Primary School, Jakiganj, 1905

Rebati Raman School, Muglabazar, Sylhet, 1908

Badapathar Government Primary School, Jakiganj, 1910

Bharan Model Primary School, Jakiganj, 1910

Adair Loknath School, Habiganj, 1911

Government Madrassa-e-Alia, Sylhet, 1914

Dirai School, Dirai, Chandpur, Sunamganj, 1914

Nabiganj J.K. High School, Habiganj, 1916

Nilmani High School, Karimganj, 1916

Ganipur Government Primary School, Jakiganj, 1917

Panchakhanda Har Gobinda High School, Biyanibazar, 1917

Bada Chaliya Government Primary School, Jakiganj, 1918

Shayestaganj High School, Habiganj, 1918

Bhitargul Senior Madrassa, Karimganj, 1919

Idgah Ishayatul Islam Madrassa, Karimganj, 1920

Noagram Government Primary School, Jakiganj, 1920

Chandpur Government Primary School, Jakiganj, 1920

Dinnath Nabakishore Balika Vidyalaya, Silchar, 1921

Bipak Primary School, Jakiganj, 1921

Ragurashi Government Primary School, Jakiganj, 1921

Bhadeswar Nasir Uddin High School, Jakiganj, Sylhet, 1921

Kajir Bajar Alia Madrassa, Karimganj, 1922

Hadikandi Government Primary School, Jakiganj, 1922

B.K.J.C Government Girls' High School, Habiganj, 1923

Victoria High School, Srimangal, Maulavibazar, 1924

Batarashi M.E Madrassa, Karimganj, 1924

Sadarpur Primary School, Jakiganj, 1925

Brajanath High School, Pailgaon, Sylhet, 1926

Rajchandra M.E School, Karimganj, 1927.

Siddique Ali High school, Sujanagar, Sylhet, 1927

Sylhet Aided High School, Sylhet, 1928

Gadadhar Government Primary School,Jakiganj, 1928

Kalakuta Government Primary School, Jakiganj, 1928

Deorail M.E Madrassa, Badarpur, Karimganj, 1929

Mangalchandi N.K. High School, Tajpur, Balaganj, Sylhet, 1929

Shamsernagar A.A.T.M High School, Maulavibazar, 1929

Rasamaya High School, Sylhet, 1930

Karimganj Public High School, Karimganj, 1930

Kaliganj M.E School, Karimganj, 1930

Choudhury Bazar Government Primary School, Jakiganj, 1930

Ramsundar High School, Biswanath, Sylhet, 1931

Janata High School, Dharmapasha, Sunamganj, 1931

Sunasar Government Primary School, Jakiganj, 1931

Kanaighat High School, Karimganj,1932

Ali Amjad Government Girls' School, 1932

Brindaban College, Habiganj, 1932

Badalekha P.C High School, Badalekha, Maulavibazar, 1933

Paglajur Primary School, Jakiganj, 1933

Mangalpur Primary School, Jakiganj, 1933

Kamalganj High School, Maulavibazar, 1934

Srigouri High School, Srigouri, Badarpur,1934

Madan Mohan Madav Charan Girls' High School, 1935

Maimunessa Girls' High School, Sylhet, 1935

Daudpur Government Primary School, Jakiganj, 1935

Kalibadi Kaliprasad Patshala, Karimganj, 1936

Model Higher Secondary School , Patharkandi.1937

D.N. Institution,Satkepur, Bahubal, Habiganj, 1937

Kasim Ali High School, Fenchuganj, Sylhet, 1938

Kamalpur Government Primary School (a), Jakiganj, 1938

Gechuya Government Primary School, Jakiganj, 1938

Sylhet Women College, Sylhet, 1939

Modan Mohan L.P School, Karimganj, 1939

Swami Birjananda Bidyaniketan, Nilambajar.Karimganj, 1939

Madan Mohan College, Sylhet, 1940,

Model High School, Sylhet, 1940

Bharan Sultanpur Government Primary School, Jakiganj, 1940

Sahbazpur High School, Badalekha, 1941

Chatak High School, Chatak, Sunamganj, 1941

Premomoyee Senior Basic School, Patharkandi , Karimganj, 1942

Bhangasharif Marakajul Ulum Madrassa, Bhanga, Karimganj, 1942

M.C Academy, Golapganj, Sylhet, 1943

Atharia High School, Jakiganj, Sylhet, 1943

Dhakadakhsin High School, Golapganj, Sylhet, 1944

Barahal Ahia High School, Jakiganj, 1945

Government Tibbiya College, Sylhet, 1945

Chabria Primary School, Jakiganj, 1945

Phultali Government Primary School, Jakiganj, 1945

Nandisri Primary School,Jakiganj, 1945

Manumukha P.J. High School, Maulavibazar, 1945

Nayabazar K.C High School, Maulavibazar, 1945

Dinarpur High School, Habiganj, 1945

Khurseed High School, Choumohini, Habiganj, 1945

Lakhai A.C.R.C High School, Habiganj, 1945

Dakshmin Kasimpur High School, Dharmanagar, Habiganj, 1945

Sylhet Factory High School, Chatak, Sunamganj, 1945

South Surma High School, Sylhet, 1946

Balaganj D.N. High School, Sylhet,1946

Kanihati High School, Hajipur, Maulavibazar, 1946

Swarup Chandra High School, Jagannathpur, Sunamganj, 1946

Narayan Nath High School, Anipur, Karimganj, 1946.

Latu High School, Karimganj 1946.

Jafargarh Middle Institute, Karimganj, 1946

Karimganj M. E Madrassa Karimganj, 1946,

Karimganj College, Karimganj, 1946

Gandhai High School, Karimganj, 1947

Barishal Karab High School, Habiganj, 1947

M.C.P High School, Fatehpur, Sunamganj, 1947

Appendix (E)

মৌলভীবাজার সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়
স্থাপিত - ১৮৯১ খ্রিঃ
HIGH SCHOOL

HABIGANJ GOVT BRINDABAN
1931
COLLEGE

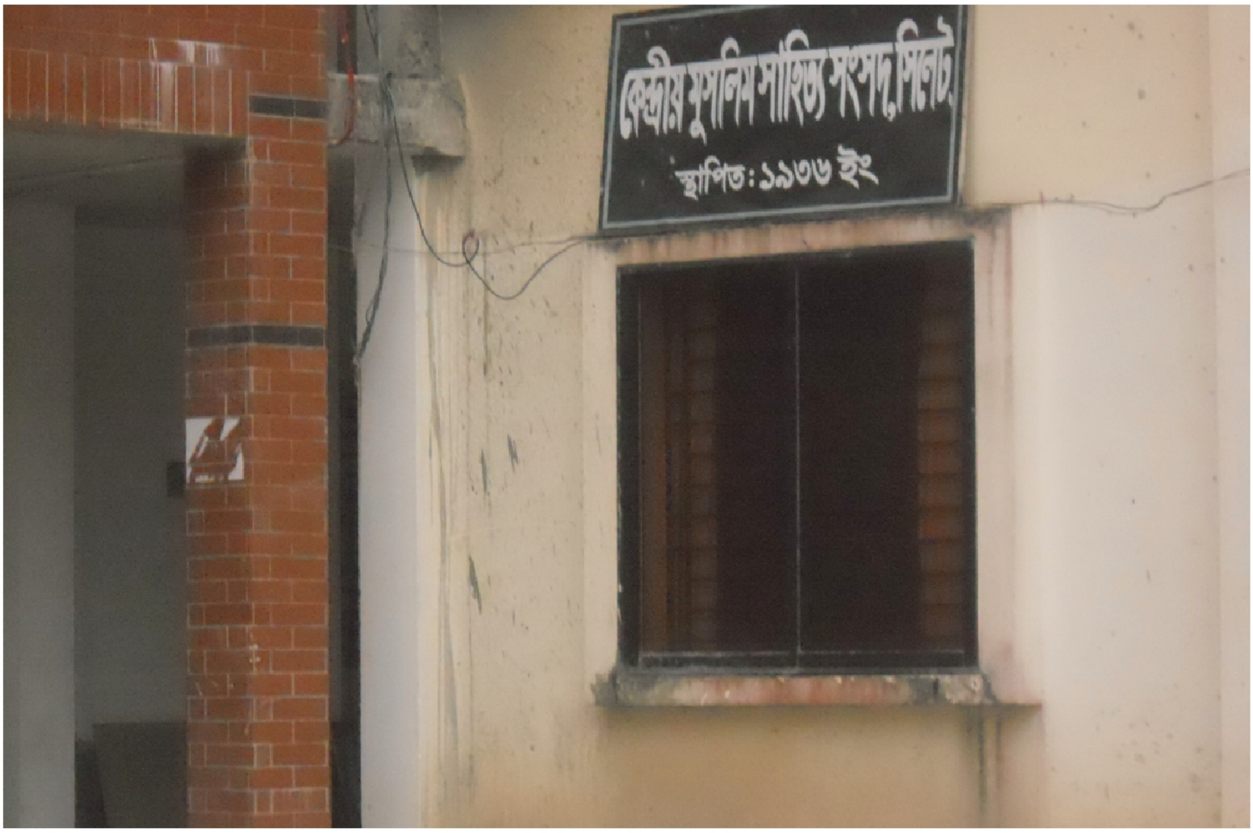
কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদ, সিলেট
স্থাপিত: ১৯৩৬ ইং

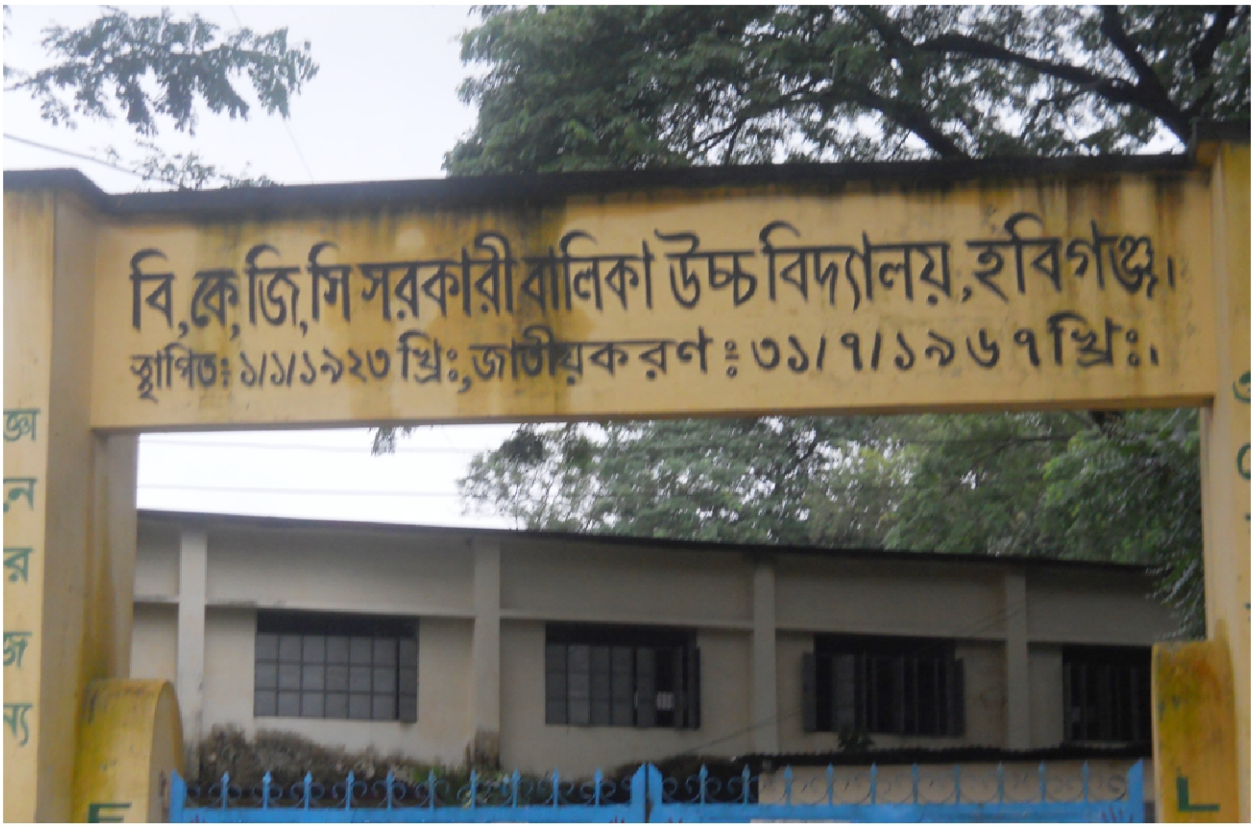
বি,কে,জি,সি সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, হবিগঞ্জ।
স্থাপিত: ১/১/১৯২৩ খ্রিঃ, জাতীয়করণ: ৩১/৭/১৯৬৭ খ্রিঃ।

হবিগঞ্জ সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়, হবিগ
স্থাপিত: ১৮৮৩ খ্রিঃ
গেইট নং-২
HABIGANJ GOVT. HIGH SCHOOL,
HABIGANJ
CHESTER
FARHAN
ARMSTRONG

GOVT HIGHER SECONDARY SCHOOL, KARIMGANJ
ESTD 1884

মুরারিচাঁদ কলেজ, সিলেট
স্থাপিত:-১৮৯২ ইং

M.M.M.C. GIRLS' H.S. SCHOOL
ESTD 1935
দন মোহন মাধব চরণ উচ্চতর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়
NO PARKING